সপ্তদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণাশ্রম পদ্ধতি বর্ণন

পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হংস রূপ ধারণ করে ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ আশ্রমের কর্তব্যগুলির গুণবর্ণন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট পুনরায় সেই ব্যাপার ব্যাখ্যা করেছেন।

বর্ণাশ্রমের সামাজিক এবং ধর্মীয় বিধানগুলি সম্বন্ধে উদ্ধব জানতে চাইলে, ভগবান উত্তর দিলেন যে, সত্যযুগে কেবল একটিই বর্ণ ছিল, যাকে বলে হংস। সেই যুগে মানুষ আপনা থেকেই জন্মগতভাবে শুদ্ধ ভক্তিযোগের প্রতি উৎসর্গীকৃত থাকতেন। আর যেহেতু প্রত্যেকেই সমস্ত দিক থেকে সিদ্ধ ছিলেন, তাই ঐ যুগকে বলা হতো কৃতযুগ। বেদসমূহ তখন পবিত্র ওঁ রূপে প্রকাশিত ছিল, এবং পরমেশ্বর ভগবানকে তখন মনের মধ্যে চতুষ্পাদ বৃষরূপী ধর্ম রূপে অনুভব করা যেত। যজ্ঞপদ্ধতির পরিপাটি তেমন ছিল না। স্বাভাবিকভাবে তপস্যায় উৎসাহী নিষ্পাপ জনগণ, কেবলমাত্র ভগবানের স্বরূপের ধ্যানে মগ্ন হতেন। ত্রেতাযুগে পরমেশ্বর ভগবানের হৃদয় থেকে তিন বেদ প্রকাশিত হয়েছেন, আর তাঁদের থেকে ত্রিবিধ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ উৎপন্ন হয়েছে। সেই সময়ে ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সমাজের বিভিন্ন সদস্যদের জাগতিক ও পারমার্থিক কর্তব্য নির্ধারণকারী চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমের আবির্ভাব হয়। এই বর্ণগুলি ভগবানের ঊর্ধ্বাঙ্গ বা নিম্নাঙ্গ অনুসারে অনুরূপ গুণ প্রাপ্ত হয়েছে। এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চারটি বর্ণের মানুষের প্রতিটির স্বভাব এবং এই চারটি বর্ণ বহির্ভূত মানুষদের স্বভাব কেমন হবে তা বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের কী ধরনের গুণাবলী থাকবে, তা-ও বর্ণনা করেছেন।

উচ্চ বর্ণের মানুষেরা দ্বিজ হওয়ার যোগ্য। উপনয়ন সংস্কারের পর তাদের গুরুগৃহ, গুরুকুলে গমন করা উচিত। শান্ত মনে ছাত্রদের (ব্রহ্মচারী) উচিত বেদ অধ্যয়নে রত হওয়া। তার চুলে জটা থাকবে এবং দাঁত মাজা, নিজের জন্য ভাল আসনের ব্যবস্থা করা, স্নান বা পায়খানার সময় কথা বলা, চুল ও নখ কাটা, আর কখনও দীর্ঘ স্খলন করা তার জন্য নিষিদ্ধ। সে ত্রিসন্ধ্যা অর্চনা করবে, আর অহিংসভাবে গুরুদেবের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা সম্পাদন করবে। ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করে খাদ্যবস্তু এবং যা কিছু পাবে, তা সে অবশ্যই তার গুরুদেবকে অর্পণ করবে। যা কিছু ভগবৎ প্রসাদ তার নির্বাহের জন্য মঞ্জুর করা হবে তাই সে গ্রহণ করবে। সে তার গুরুদেবের পাদ সম্বাহন করে, পূজা করে বিনীত সেবকের ন্যায় সেবা করবে, আর সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণ বর্জন করে, কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন

করবে। অনুমোদিত পন্থায় সে কায়মনোবাক্যে পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করবে। ব্রহ্মচারীদের জন্য নারী দর্শন, তাদের স্পর্শ করা, তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিহাস আদি বা খেলাধূলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সমাজের সমস্ত আশ্রমের মানুষদের জন্য পরিচ্ছন্নতা এবং জল দ্বারা শুদ্ধাচার অবশ্য পালনীয়। পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন, তা প্রত্যেককে সর্বদা স্মরণে রাখতেও আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

বেদের সমস্ত শাখা অধ্যয়ন করার পর কোনও ব্রাহ্মণের যদি জড় বাসনা থাকে, তবে সে তার গুরুদেবের নিকট থেকে অনুমোদন গ্রহণ করে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে। অন্যথায়, তার যদি জড় বাসনা না থাকে, তবে সে বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী হতে পারে। এক আশ্রম থেকে পরবর্তী আশ্রমে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়ার যথাযথ পন্থা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। যে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, সে একই বর্ণের, যেখানে কোনও আপত্তি থাকবে না, এবং তার থেকে বয়সে কিছুটা কনিষ্ঠা স্ত্রী গ্রহণ করবে।

ভগবানের আরাধনা, বেদ অধ্যয়ন এবং দান করা—এইগুলি হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন উচ্চ বর্ণের মানুষের জন্য অবশ্য করণীয়। দান গ্রহণ, অন্যদের শিক্ষা প্রদান করা এবং অন্যদের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করা—এই বৃত্তির সুযোগ কেবল ব্রাহ্মণদেরই প্রাপ্য। কোনও ব্রাহ্মণ যদি মনে করেন যে, এই সমস্ত কর্মে যুক্ত হওয়ার ফলে তাঁর চেতনা কলুষিত হয়ে যাচ্ছে, তবে তিনি মাঠ থেকে শস্য সংগ্রহ করে তাঁর জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। তিনি যদি দারিদ্র্য পীড়িত হন, তবে সেই ব্রাহ্মণ প্রয়োজনবোধে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু তিনি যেন কখনই শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণ না করেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে, ক্ষত্রিয় হয়তো বৈশ্যের বৃত্তি এবং বৈশ্য হয়তো শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন। তবে, যখন জরুরী অবস্থা আর থাকবে না, তখনও নিম্নবর্ণের বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা যথার্থ নয়। যে ব্রাহ্মণ নিজ কর্তব্যে নিবিষ্ট, তিনি সমস্ত নগণ্য জড়বাসনা ত্যাগ করে, সর্বদা বৈষ্ণবদের সেবা করেন। এইভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হন। গৃহস্থকে প্রতিদিন বেদ অধ্যয়ন করতে হবে, এবং তাঁর বৃত্তি থেকে সৎভাবে উপার্জিত অর্থে তাঁর ব্যয় নির্বাহ করবেন। তাঁর উচিত, যথা সম্ভব যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা। জড় জীবনের প্রতি অনাসক্ত থেকে, এবং ভগবদ্ভক্তিতে নিবিষ্ট হয়ে, গৃহস্থ শেষে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন যাতে তিনি ভগবানের আরাধনায় পূর্ণরূপে মগ্ন হতে পারেন। তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র থাকলে, তিনি সরাসরি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে পারেন।

পক্ষান্তরে, যে সমস্ত মানুষ নারী সম্ভোগের প্রতি নেহাৎই আসক্ত, যার যথার্থ বাছবিচার বোধ নেই, আর ধনৈশ্বর্য ইত্যাদি নিয়েই থাকতে ভালবাসে, তারা তাদের আত্মীয়স্বজনের কল্যাণের জন্য জন্মজন্মান্তরে উদ্বেগে ভোগে এবং তারা পরবর্তী জন্মে নিম্নযোনি প্রাপ্ত হতে বাধ্য।

শ্লোক ১-২

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যস্ত্বয়াভিহিতঃ পূর্বং ধর্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্বেষাং দ্বিপদামপি ॥ ১ ॥
যথানুষ্ঠীয়মানেন ত্বয়ি ভক্তির্নৃণাং ভবেৎ ।
স্বধর্মেণারবিন্দাক্ষ তন্ মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **যঃ**—যা; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অভিহিতঃ**—বর্ণিত; **পূর্বম্**—পূর্বে; **ধর্মঃ**—ধর্মীয় নীতি; **ত্বৎ-ভক্তি-লক্ষণঃ**—আপনার প্রতি সেবালক্ষণযুক্ত; **বর্ণ-আশ্রম**—বর্ণাশ্রম পদ্ধতির; **আচারবতাম্**—বিশ্বস্ত অনুগামীদের; **সর্বেষাম্**—সকলের; **দ্বিপদাম্**—সাধারণ মানুষের (যারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে না); **অপি**—এমনকি; **যথা**—অনুসারে; **অনুষ্ঠীয়মানেন**—যারা পালন করছেন; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **নৃণাম্**—মানুষের; **ভবেৎ**—হতে পারে; **স্বধর্মেণ**—স্বধর্মের দ্বারা; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে অরবিন্দাক্ষ; **তৎ**—সেই; **মম**—আমাকে; **আখ্যাতুম্**—ব্যাখ্যা করতে; **অর্হসি**—আপনি পারেন।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে প্রভু, পূর্বে আপনি বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীদের, এবং এমনকি সাধারণ নিয়মশৃঙ্খলাবিহীন মানুষদের জন্যও অনুশীলনীয় ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। হে অরবিন্দাক্ষ, সমগ্র মনুষ্যসমাজ, তাদের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে, কীভাবে আপনার প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হতে পারে সে সম্বন্ধে এখন আমায় কৃপাপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং অষ্টাঙ্গযোগের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যারা কর্মযোগের প্রতি আগ্রহী, তারা কিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে তাদের জীবন সার্থক করতে পারে, সে বিষয়ে এখন উদ্ধব জিজ্ঞাসা করছেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে, স্বয়ং তিনিই বর্ণাশ্রম পদ্ধতির স্রষ্টা। *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।* তাই

বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানকে তুষ্ট করা। অন্যভাবে বলা যায়, আমাদের উচিত ভগবানের ভক্ত হয়ে শুদ্ধ ভগবৎ সেবার শিক্ষা লাভ করা। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভের সহজতম পদ্ধতি হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধভক্তের সঙ্গ লাভ করা। কেউ যদি বিনীতভাবে, পূর্ণবিশ্বাস সহকারে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। কৃষ্ণভক্তের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মের সমস্ত বাহ্য শিষ্টাচার পালন করার প্রয়োজন হয় না, কেননা কৃষ্ণভক্ত সর্বদা ভগবৎ প্রেমে মগ্ন, তাই তিনি আপনা থেকেই সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণ এবং মনোধর্ম পরিত্যাগ করেন। যে সমস্ত মানুষ বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে না, তাদেরকেই এখানে *দ্বিপদাম্* অর্থাৎ দুই-পা বিশিষ্ট বলা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, যারা ধর্মীয় জীবনপথ অনুসরণ করে না, তাদের দু'টি পা আছে বলেই তারা মানুষ নামে পরিচিত। এমনকি সাধারণ পশু এবং পোকা-মাকড়েরা আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন কর্মে সাগ্রহে ব্যাপৃত রয়েছে, মানুষেরা কিন্তু, ধর্মাচরণ এবং অন্তিমে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় ভগবানকে ভালবাসার ক্ষমতা থাকার দরুন, এই সমস্ত ইতর প্রাণী অপেক্ষা উন্নত।

শ্লোক ৩-৪

পুরা কিল মহাবাহো ধর্মং পরমকং প্রভো ।
যত্তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাথ মাধব ॥ ৩ ॥
স ইদানীং সুমহতা কালেনামিত্রকর্শন ।
ন প্রায়ো ভবিতা মর্ত্যলোকে প্রাগনুশাসিতঃ ॥ ৪ ॥

পুরা—পূর্বে; **কিল**—বস্তুতঃ; **মহাবাহো**—হে মহাবাহো; **ধর্মম্**—ধর্ম; **পরমকম্**—পরম সুখানয়ন; **প্রভো**—প্রভু; **যৎ**—যেটি; **তেন**—তার দ্বারা; **হংসরূপেণ**—ভগবান হংসরূপে; **ব্রহ্মণে**—শ্রীব্রহ্মাকে; **অভ্যাথ**—আপনি বলেছিলেন; **মাধব**—হে মাধব; **সঃ**—সেই (ধর্মজ্ঞান); **ইদানীম্**—বর্তমানে; **সুমহতা**—দীর্ঘকাল পরে; **কালেন**—সময়; **অমিত্রকর্শন**—হে শত্রুদমনকারী; **ন**—না; **প্রায়ঃ**—সাধারণত; **ভবিতা**—থাকবে; **মর্ত্যলোকে**—মনুষ্যসমাজে; **প্রাক্**—পূর্বে; **অনুশাসিতঃ**—উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে মহাবাহো, পূর্বে আপনি আপনার হংসাবতাররূপে শ্রীব্রহ্মার নিকট পরম সুখ প্রদানকারী ধর্মের কথা বলেছিলেন। হে মাধব, হে শত্রু নিধনকারী, বহুকাল অতীত হয়ে গিয়েছে, পূর্বে আপনি যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তা অতি সত্বর বাস্তবিকই অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

শ্লোক ৫-৬

বক্তা কর্তাবিতা নান্যো ধর্মস্যাচ্যুত তে ভুবি ।
সভায়ামপি বৈরিঞ্চ্যাং যত্র মূর্তিধরাঃ কলাঃ ॥ ৫ ॥
কর্ত্রাবিত্রা প্রবক্ত্রা চ ভবতা মধুসূদন ।
ত্যক্তে মহীতলে দেব বিনষ্টং কঃ প্রবক্ষ্যতি ॥ ৬ ॥

বক্তা—বক্তা; কর্তা—স্রষ্টা; অবিতা—রক্ষক; ন—না; অন্যঃ—অন্য কোনও; ধর্মস্য—পরম ধর্মের; অচ্যুত—হে অচ্যুত; তে—আপনি ব্যতিত; ভুবি—বিশ্বে; সভায়াম্—সভা মধ্যে; অপি—এমনকি; বৈরিঞ্চ্যাম্—শ্রীব্রহ্মার; যত্র—যেখানে; মূর্তিধরাঃ—স্বয়ং রূপে; কলাঃ—বেদ সকল; কর্ত্রা—স্রষ্টার দ্বারা; অবিত্রা—রক্ষক কর্তৃক; প্রবক্ত্রা—বক্তার দ্বারা; চ—ও; ভবতা—আপনার দ্বারা; মধুসূদন—প্রিয় মধুসূদন; ত্যক্তে—যখন তা পরিত্যক্ত; মহীতলে—পৃথিবী; দেব—প্রিয় প্রভু; বিনষ্টম্—ধর্মের যে সমস্ত নীতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে; কঃ—কে; প্রবক্ষ্যতি—বলবে।

অনুবাদ

হে ভগবান অচ্যুত, এই পৃথিবীতেই হোক অথবা বেদ সমূহের নিবাসস্থল শ্রীব্রহ্মার সভাস্থল হোক না কেন, প্রভু আপনি ব্যতীত পরম ধর্মের প্রবক্তা, স্রষ্টা এবং রক্ষক কেউ নেই। প্রিয় মধুসূদন, এইভাবে যখন পারমার্থিক জ্ঞানের প্রবক্তা, রক্ষক এবং প্রকৃত স্রষ্টা আপনি পৃথিবী পরিত্যাগ করে চলে যাবেন, তখন পুনরায় কে এই বিনাশ প্রাপ্ত জ্ঞানের কথা বলবে?

শ্লোক ৭

তত্ত্বং নঃ সর্বধর্মজ্ঞ ধর্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ ।
যথা যস্য বিধীয়েত তথা বর্ণয় মে প্রভো ॥ ৭ ॥

তৎ—সুতরাং; ত্বম্—আপনি; নঃ—আমাদের মধ্যে (মনুষ্যগণ); সর্বধর্মজ্ঞ—হে ধর্মের পরম জ্ঞাতা; ধর্মঃ—পারমার্থিক পথ; ত্বৎ-ভক্তি—আপনার প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; লক্ষণঃ—লক্ষণ; যথা—যেভাবে; যস্য—যার; বিধীয়েত—সম্পাদিত হতে পারে; তথা—সেইভাবে; বর্ণয়—অনুগ্রহপূর্বক বর্ণনা করুন; মে—আমার নিকট; প্রভো—হে প্রভু।

অনুবাদ

অতএব, হে প্রভু, আপনিই যেহেতু ধর্মের জ্ঞাতা, মনুষ্যগণ যাতে আপনার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে পারে, আর তা কীভাবে সম্পাদিত হবে, তা আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট বর্ণনা করুন।

শ্লোক ৮

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং স্বভৃত্যমুখ্যেন পৃষ্টঃ স ভগবান্ হরিঃ ।
প্রীতঃ ক্ষেমায় মর্ত্যানাং ধর্মানাহ সনাতনান্ ॥ ৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইত্থম্—এইভাবে; স্ব-ভৃত্য-মুখ্যেন—শ্রেষ্ঠ ভক্তের দ্বারা; পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত; সঃ—তিনি; ভগবান্—পরম পুরুষ ভগবান; হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; প্রীতঃ—প্রীত হয়ে; ক্ষেমায়—পরম কল্যাণের জন্য; মর্ত্যানাম্—সমস্ত বদ্ধ জীবের; ধর্মান্—ধর্ম; আহ—বললেন; সনাতনান্—সনাতন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম ভক্ত শ্রীউদ্ধব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রীতি সহকারে সমস্ত বদ্ধ জীবের কল্যাণের জন্য সেই সনাতন ধর্মের বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীভগবানুবাচ

ধর্ম্য এষ তব প্রশ্নো নৈঃশ্রেয়সকরো নৃণাম্ ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং তমুদ্ধব নিবোধ মে ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ধর্ম্যঃ—ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী; এষঃ—এই; তব—তোমার; প্রশ্নঃ—প্রশ্ন; নৈঃশ্রেয়স-করঃ—শুদ্ধ ভক্তিযোগের উৎস; নৃণাম্—সাধারণ মানুষের জন্য; বর্ণ-আশ্রম—বর্ণাশ্রম ধর্ম; আচার-বতাম্—নৈষ্ঠিক অনুগামীদের জন্য; তম্—সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ ধর্মনীতি; উদ্ধব—প্রিয় উদ্ধব; নিবোধ—দয়া করে শেখো; মে—আমার নিকট থেকে।

অনুবাদ

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, যথার্থ ধর্ম অনুসারেই তুমি প্রশ্ন করেছ, যা সাধারণ মানুষ এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীদের শুদ্ধভক্তির দ্যোতক এবং তা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে। এখন অনুগ্রহ করে আমার কাছে সেই পরম ধর্ম কথা শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

নৈঃশ্রেয়সকর শব্দটির দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে, যা কৃষ্ণভাবনামৃত বা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে, যেটি ভগবান শ্রীউদ্ধবের নিকট বর্ণনা করছেন। ধর্ম

বললেই সাধারণ মানুষ ধারণা করে জড় সাম্প্রদায়িক ব্যাপারগুলির কথা। যে পদ্ধতি জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে, তাকে মানুষের জন্য পরম মঙ্গলময় বলেই বোঝা উচিত। এই বিশ্বে সব থেকে বিজ্ঞানসম্মত ধর্মীয় উপস্থাপনা হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। এই ধর্মে যাঁরা সর্বাপেক্ষা অগ্রসর, তাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের পর্যায়ে উপনীত হন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য তিনি সর্বস্ব উৎসর্গ করেন।

শ্লোক ১০

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ ॥ ১০ ॥

আদৌ—শুরুতে (যুগের); **কৃতযুগে**—সত্যযুগে অর্থাৎ সত্যের যুগে; **বর্ণঃ**—সামাজিক শ্রেণী; **নৃণাম্**—মানুষের; **হংসঃ**—হংস নামে; **ইতি**—এইভাবে; **স্মৃতঃ**—পরিচিত; **কৃতকৃত্যাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পূর্ণ শরণাগতি হেতু কর্তব্য সম্পাদনে সিদ্ধ; **প্রজাঃ**—প্রজা; **জাত্যা**—জন্মগতভাবেই; **তস্মাৎ**—সুতরাং; **কৃত-যুগম্**—কৃতযুগ, বা যে যুগে সমস্ত কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হতো; **বিদুঃ**—বিদ্যান ব্যক্তিরা এইভাবেই জানতেন।

অনুবাদ

শুরুতে, সত্যযুগে সমস্ত মানুষের জন্য একটিই বর্ণ ছিল, যাকে বলে হংস। সেই যুগের মানুষ জন্মগতভাবেই ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত, তাই বিদ্বান পণ্ডিতগণ এই প্রথম যুগকে বলেন কৃতযুগ, বা যে যুগে ধর্মীয় আচরণগুলি যথাযথরূপে পালিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, পরমেশ্বর ভগবানের নিকট ঐকান্তিক শরণাগতিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। সত্যযুগে প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণগুলির কোনও প্রভাব থাকে না। তাই সমস্ত মানুষেরা সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে থাকেন, যাকে বলে হংস। এই অবস্থায় মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকেন। আধুনিক যুগে মানুষ সামাজিক সাম্যের জন্য চিৎকার করছে। কিন্তু যতক্ষণ না সমস্ত মানুষ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হচ্ছে, যে স্তরটি হচ্ছে শুদ্ধ এবং ঐকান্তিক ভক্তিপূর্ণ, ততক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক সাম্য সম্ভব হবে না। প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণগুলি প্রাধান্য লাভ করার ফলে, গৌণ ধর্মগুলির উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত ধর্মের মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে হয়তো ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ঐকান্তিক শরণাগতির স্তরে উন্নীত হতে পারে। সত্যযুগে নিকৃষ্ট পর্যায়ের মানুষই নেই, তাই সেখানে কোনও গৌণ ধর্মেরও

প্রয়োজন নেই। সমস্ত ধর্মীয় দায়িত্বগুলি পূর্ণরূপে পালন করে, প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের ঐকান্তিক সেবায় যুক্ত হন। যিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করেন, তাঁকে বলা হয় কৃতকৃত্য, সে কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। তাই, সত্যযুগকে বলা হয় কৃতযুগ বা আদর্শ আচরণের যুগ। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, *আদৌ* (শুরুতে) শব্দটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মুহূর্তকে সূচিত করে। অন্যভাবে বলা যায় বর্ণাশ্রম ধর্মটি কোনও সাম্প্রতিক মনগড়া পদ্ধতি নয়, বরং সৃষ্টির সময় থেকেই স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত। তাই সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষের তা গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ১১

বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্মোঽহং বৃষরূপধৃক্ ।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ ॥ ১১ ॥

বেদঃ—বেদ; **প্রণবঃ**—পবিত্র ওঁকার; **এব**—বস্তুতঃ; **অগ্রে**—সত্যযুগে; **ধর্মঃ**—মানসিক ক্রিয়াকলাপের উপাদান; **অহম্**—আমি; **বৃষ-রূপ-ধৃক্**—বৃষরূপী ধর্ম; **উপাসতে**—উপাসনা করে; **তপঃ-নিষ্ঠাঃ**—তপস্যারত; **হংসম্**—ভগবান হংস; **মাম্**—আমাকে; **মুক্ত**—মুক্ত; **কিল্বিষাঃ**—সমস্ত পাপ।

অনুবাদ

সত্যযুগে ওঁকারের মাধ্যমে অবিভক্ত বেদ প্রকাশিত হয়, এবং তখন আমিই সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপের একমাত্র লক্ষ্য। আমি বৃষরূপী চতুষ্পাদ ধর্ম রূপে প্রকাশিত হই। এইভাবে সত্যযুগের তপোনিষ্ঠ নিষ্পাপ মানুষেরা হংস রূপে আমার আরাধনা করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১৭/২৪) বৃষরূপী চতুষ্পাদ ধর্মের বর্ণনা রয়েছে—*তপঃ শৌচঃ দয়া সত্যম্ ইতি পাদাঃ কৃতে কৃত্য*—"সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য রূপ তোমার চারটি পা প্রতিষ্ঠিত ছিল।" দ্বাপর যুগের শেষে শ্রীব্যাসদেব বেদকে ঋগ্, যজু, সাম্ এবং অথর্ব—এই চারভাগে বিভক্ত করেন, কিন্তু সত্যযুগে শুধুমাত্র পবিত্র ওঁ উচ্চারণের মাধ্যমে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ বেদের জ্ঞান খুব সহজে উপলব্ধি করতে পারেন। এই যুগে যজ্ঞের মতো অনুষ্ঠান বা পুণ্যকর্ম করার প্রয়োজন নেই, কেননা প্রত্যেকেই নিষ্পাপ, তপস্যারত এবং পূর্ণরূপে ধ্যানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান হংসের উপাসনায় রত।

শ্লোক ১২

ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াৎত্রয়ী ।
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ ॥ ১২ ॥

ত্রেতামুখে—ত্রেতাযুগের শুরুতে; মহাভাগ—হে মহাভাগ্যবান; প্রাণাৎ—প্রাণ বা প্রাণবায়ুর আলয় থেকে; মে—আমার; হৃদয়াৎ—হৃদয় থেকে; ত্রয়ী—ত্রিবিধ; বিদ্যা—বৈদিক জ্ঞান; প্রাদুরভূৎ—আবির্ভূত হয়েছিল; তস্যাঃ—সেই জ্ঞান থেকে; অহম্—আমি; আসম্—আবির্ভূত হই; ত্রিবৃৎ—তিনটি বিভাগে; মখঃ—যজ্ঞ।

অনুবাদ

হে মহাভাগ্যবান, ত্রেতাযুগের শুরুতে প্রাণবায়ুর নিবাসস্থল, আমার হৃদয় থেকে ঋগ্, সাম্, এবং যজুরূপে তিনটি বিভাগে বেদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। তারপর সেই জ্ঞান থেকে আমি ত্রিবিধ যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হই।

তাৎপর্য

ত্রেতাযুগে ধর্মের একটি পা নষ্ট হয়ে যায়, তখন মাত্র ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) ধর্মের প্রকাশ থাকে, ঋগ্, সাম্ এবং যজু এই তিনটি প্রধান বেদ তার প্রতিনিধিত্ব করেন। ত্রিবিধ বৈদিক যজ্ঞ পদ্ধতিরূপে ভগবান আবির্ভূত হন। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে হোতা পুরোহিত ঋগ্ বেদের মন্ত্রোচ্চারণ করে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। উদ্‌গাতা পুরোহিত উচ্চারণ করেন সাম্ বেদের মন্ত্র; আর অধ্বর্যু পুরোহিত, যিনি যজ্ঞস্থল, বেদী ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন, তিনি যজুর্বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করেন। ত্রেতাযুগে এইরূপ যজ্ঞই হচ্ছে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের জন্য অনুমোদিত পদ্ধতি। এই শ্লোকে *প্রাণাৎ* শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপকে নির্দেশ করে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে এই রূপ আরও বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥ ১৩ ॥

বিপ্র—ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়, সামরিক শ্রেণী; বিট্—বৈশ্য, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়; শূদ্রাঃ—শূদ্র, শ্রমিক; মুখ—মুখ থেকে; বাহু—বাহুদ্বয়; উরু—উরুদেশ; পাদ—এবং পা; জাঃ—জাত; বৈরাজাৎ—বিরাটরূপ থেকে; পুরুষাৎ—ভগবান থেকে; জাতাঃ—উৎপন্ন; যে—যে; আত্ম—ব্যক্তিগত; আচার—আচরণের দ্বারা; লক্ষণাঃ—স্বীকৃত।

অনুবাদ

ত্রেতাযুগে ভগবানের বিরাট রূপ থেকে চতুর্বর্ণ প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণরা ভগবানের মুখমণ্ডল থেকে, ক্ষত্রিয়রা ভগবানের বাহুদ্বয় থেকে, বৈশ্যরা ভগবানের উরু থেকে এবং শূদ্ররা তাঁর বিরাট রূপের চরণ থেকে আবির্ভূত হয়েছে। বিশেষ দায়িত্ব এবং ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেকের বর্ণ নির্ধারিত হয়।

শ্লোক ১৪

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্যং হৃদো মম ।
বক্ষঃস্থলাদ্ বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥ ১৪ ॥

গৃহ-আশ্রমঃ—বিবাহিত জীবন; জঘনতঃ—জঘনদেশ থেকে; ব্রহ্মচর্যম্—ব্রহ্মচারী জীবন; হৃদঃ—হৃদয় থেকে; মম—আমার; বক্ষঃ-স্থলাৎ—বক্ষস্থল থেকে; বনে—বনে; বাসঃ—বাস করা; সন্ন্যাসঃ—সন্ন্যাস জীবন; শিরসি—মস্তকে; স্থিতঃ—অবস্থিত।

অনুবাদ

গৃহস্থ আশ্রম আমার বিরাট রূপের জঘনদেশ থেকে প্রকাশিত, এবং ব্রহ্মচারীরা এসেছে আমার হৃদয় থেকে। বনবাসী অবসর প্রাপ্ত জীবন এসেছে আমার বক্ষস্থল থেকে এবং সন্ন্যাস জীবনটি অবস্থিত আমার বিরাট রূপের মস্তকে।

তাৎপর্য

দুই প্রকারের ব্রহ্মচারী জীবন রয়েছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ আজীবন ব্রহ্মচারী থাকেন, কিন্তু উপকুর্বাণ-ব্রহ্মচারী ছাত্রজীবনের শেষে বিবাহ করেন। যিনি আজীবন ব্রহ্মচারী থাকেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে অবস্থিত, কিন্তু যে সমস্ত ব্রহ্মচারী কালক্রমে বিবাহ করেন, তাঁরা ভগবানের বিরাটরূপের জঘনদেশে অবস্থিত। *বনে বাসঃ* শব্দটি বানপ্রস্থ বা অবসর প্রাপ্ত জীবনকে বোঝায়, এঁরা ভগবানের বক্ষস্থলে অবস্থিত।

শ্লোক ১৫

বর্ণানামাশ্রমাণাং চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ ।
আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥

বর্ণানাম্—বৃত্তিগত বিভাগের; আশ্রমাণাম্—সামাজিক বিভাগের; চ—এবং; জন্ম—জন্মের; ভূমি—অবস্থান; অনুসারিণীঃ—অনুসারে; আসন্—আবির্ভূত; প্রকৃতয়ঃ—স্বভাব; নৃণাম্—মানুষের; নীচৈঃ—নিকৃষ্ট উৎসের দ্বারা; নীচ—নীচস্বভাব; উত্তম—উৎকৃষ্ট উৎসের দ্বারা; উত্তমাঃ—উৎকৃষ্ট স্বভাব।

অনুবাদ

প্রত্যেকের জন্মের পরিস্থিতি অনুসারে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট স্বভাব প্রকাশিত হয় আর সেই অনুসারেই মনুষ্য সমাজে বর্ণ এবং আশ্রম প্রকাশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মত অনুসারে, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীগণ যেহেতু ভগবানের বিরাট রূপের মস্তকে অবস্থিত, তাই তাঁদেরকে সব থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করা হয়, পক্ষান্তরে শূদ্র এবং গৃহস্থরা ভগবানের চরণ এবং জঘনদেশ থেকে উৎপন্ন হওয়ার জন্য তারা সব থেকে নিম্নপর্যায়ের। প্রতিটি জীব নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণে বুদ্ধি, সৌন্দর্য এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিয়েই জন্মায়, আর এই ভাবেই সে বর্ণাশ্রম সমাজের মধ্যে বিশেষ কোনও বর্ণ এবং আশ্রমে অধিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত অবস্থান সবই বাহ্যিক উপাধিমাত্র, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যেহেতু ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ, তাই তারা যতক্ষণ না জীবনমুক্ত স্তরে উপনীত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে বর্ণাশ্রমের বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুসারেই আচরণ করতে হবে।

শ্লোক ১৬

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ১৬ ॥

শমঃ—শান্তি; দমঃ—ইন্দ্রিয় সংযম; তপঃ—তপস্যা; শৌচম্—পরিচ্ছন্নতা; সন্তোষঃ—পূর্ণ সন্তুষ্টি; ক্ষান্তিঃ—ক্ষমা; আর্জবম্—সরলতা এবং সততা; মৎ-ভক্তিঃ—আমার প্রতি ভক্তিপূর্ণ সেবা; চ—এবং; দয়া—দয়া; সত্যম্—সত্য; ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণদের; প্রকৃতয়ঃ—স্বাভাবিক গুণ; তু—বাস্তবে; ইমাঃ—এই সকল।

অনুবাদ

শান্তি, আত্ম-সংযম, তপস্যা, পরিচ্ছন্নতা, সন্তুষ্টি, সহনশীলতা, সরলতা এবং সততা, আমার প্রতি ভক্তি, দয়া এবং সত্যবাদিতা—এইগুলি হচ্ছে ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক গুণাবলী।

শ্লোক ১৭

তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্যং তিতিক্ষৌদার্যমুদ্যমঃ ।
স্থৈর্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ১৭ ॥

তেজঃ—তেজ; বলম্—দৈহিকশক্তি; ধৃতিঃ—দৃঢ়নিষ্ঠা; শৌর্যম্—বীরত্ব; তিতিক্ষা—সহনশীলতা; ঔদার্যম্—উদারতা; উদ্যমঃ—উদ্যম; স্থৈর্যম্—দৃঢ়তা; ব্রহ্মণ্যম্—ব্রাহ্মণদের সেবায় সর্বদা আগ্রহী; ঐশ্বর্যম্—নেতৃত্ব; ক্ষত্র—ক্ষত্রিয়দের; প্রকৃতয়ঃ—স্বাভাবিক গুণাবলী; তু—বস্তুতঃ; ইমাঃ—এই সকল।

অনুবাদ

তেজ, দৈহিক শক্তি, দৃঢ়নিষ্ঠা, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, উদারতা, পূর্ণ উদ্যম, স্থৈর্য, ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি এবং নেতৃত্ব, এগুলি হচ্ছে ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক গুণাবলী।

শ্লোক ১৮

আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্ ।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈর্বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ১৮ ॥

আস্তিক্যম্—বৈদিক সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস; দাননিষ্ঠা—দাননিষ্ঠ; চ—এবং; অদম্ভঃ—অদাম্ভিক; ব্রহ্মসেবনম্—ব্রাহ্মণ সেবা; অতুষ্টিঃ—অতুষ্ট থাকা; অর্থ—অর্থের; উপচয়ৈঃ—সংগ্রহের দ্বারা; বৈশ্য—বৈশ্যদের; প্রকৃতয়ঃ—স্বাভাবিক গুণাবলী; তু—বস্তুতঃ; ইমাঃ—এই সকল।

অনুবাদ

বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস, দানপরায়ণতা, দম্ভশূন্যতা, ব্রাহ্মণ সেবা এবং অধিক ধন সংগ্রহের বাসনা, এইগুলি হচ্ছে বৈশ্যদের স্বাভাবিক গুণাবলী।

তাৎপর্য

অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈঃ বলতে বোঝায়, বৈশ্য যতই অর্থ লাভ করুক না কেন, সে কখনই সন্তুষ্ট নয়, আরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করতে চায়। পক্ষান্তরে সে আবার *দাননিষ্ঠ* বা দানপরায়ণতা হচ্ছে তার ধর্ম, *ব্রহ্মসেবী* বা সর্বদা ব্রাহ্মণদের সেবায় রত, আর অদম্ভ অর্থাৎ দম্ভশূন্য। এ সবের কারণ হচ্ছে আস্তিক্য, বা বৈদিক জীবন ধারার প্রতি পূর্ণবিশ্বাস। তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, তার বর্তমানের কার্যকলাপের জন্য তাকে পরের জন্মে শাস্তি বা পুরস্কার পেতে হবে। বৈশ্যদের অর্থসংগ্রহের অদম্য বাসনা সাধারণ জড় লোভের মতো নয়, কেননা তা এই শ্লোকে বর্ণিত উন্নততর গুণাবলীর দ্বারা পরিশোধিত ও পরিশীলিত।

শ্লোক ১৯

শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাং চাপ্যমায়য়া ।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ১৯ ॥

শুশ্রূষণম্—সেবা; দ্বিজ—ব্রাহ্মণদের; গবাম্—গাভীদের; দেবানাম্—দেবতা এবং গুরুদেবের মতো পূজ্য ব্যক্তিদের; চ—এবং; অপি—বস্তুতঃ; অমায়য়া—অকৃত্রিমভাবে; তত্র—এইরূপ সেবায়; লব্ধেন—লব্ধ বস্তুর দ্বারা; সন্তোষঃ—সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি; শূদ্র—শূদ্রদের; প্রকৃতয়ঃ—স্বাভাবিক গুণাবলী; তু—বস্তুতঃ; ইমাঃ—এই সকল।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ, গাভী, দেবতা এবং অন্যান্য পূজ্য ব্যক্তিদের প্রতি অকৃত্রিম সেবা এবং এই সমস্ত সেবার দ্বারা যা কিছু অর্থ লাভ হয় তাতেই পূর্ণসন্তুষ্টি হচ্ছে শূদ্রদের স্বাভাবিক গুণাবলী।

তাৎপর্য

সমগ্র সমাজ যখন বৈদিক মান অনুসারে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তখন প্রত্যেকে সুখী এবং সন্তুষ্ট হয়। যদিও শূদ্ররা তাদের সেবার মাধ্যমে যা কিছু অর্থোপার্জন করে, তাতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকার কথা, তাদের জীবনে কোনও কিছুরই অভাব থাকে না, কেননা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের যথেষ্ট দান পরায়ণ হওয়া প্রয়োজন, আর ব্রাহ্মণরা সর্বাপেক্ষা দয়ালু বলেই পরিচিত। সুতরাং, সমাজের সমস্ত শ্রেণী যদি বৈদিক বিধান মেনে চলে, তা হলে কৃষ্ণভাবনামৃতের তত্ত্বাবধানে সমগ্র মনুষ্য সমাজ এক নতুন এবং আনন্দময় জীবন লাভ করবে।

শ্লোক ২০

অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ সভাবোঽন্ত্যাবসায়িনাম্ ॥ ২০ ॥

অশৌচম্—অশুচিতা; অনৃতম্—অসততা; স্তেয়ম্—চৌর্য; নাস্তিক্যম্—বিশ্বাসহীনতা; শুষ্কবিগ্রহঃ—অনর্থক ঝগড়াটে; কামঃ—কাম; ক্রোধঃ—ক্রোধ; চ—এবং; তর্ষঃ—আকাঙ্ক্ষা; চ—ও; সঃ—এই; ভাবঃ—স্বভাব; অন্ত্য—সর্ব নিম্নপর্যায়ে; অবসায়িনাম্—নিবাসীদের।

অনুবাদ

অশুচিতা, অসততা, চৌর্য, অবিশ্বাস, অনর্থক কলহ, কাম, ক্রোধ এবং আকাঙ্ক্ষা, এগুলি হচ্ছে বর্ণাশ্রম বহির্ভূত অন্ত্যজদের জন্য স্বাভাবিক।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে বিজ্ঞানসম্মত বর্ণাশ্রম পদ্ধতির বাইরে যারা বাস করে, তাদের সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন। ইউরোপ এবং আমেরিকায় আমরা ব্যবহারিকভাবে লক্ষ্য করেছি

যে, এমনকি সেখানকার তথাকথিত শিক্ষিত লোকেদেরও পরিচ্ছন্নতার মান অত্যন্ত ঘৃণ্য। ওরা স্নান করেনা আর অভদ্র ভাষা ব্যবহার করাটা ওদের কাছে স্বাভাবিক। আধুনিক যুগে মানুষ খামখেয়ালীর মতো যা ইচ্ছা বলে বসে, তারা সমস্ত বিধিবিধান ত্যাগ করেছে, আর তাই সেখানে কোনও সত্যবাদিতা এবং যথার্থ জ্ঞান নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। তদ্রূপ, সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্যবাদী উভয় প্রকার দেশে প্রত্যেকেই ব্যবসা, কর বা সরাসরি অপরাধ করার মাধ্যমে অন্যদের থেকে চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি কার্যে ব্যস্ততার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। মানুষ ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে বিশ্বাস করে না, আবার তাদের নিজেদের নিত্য সত্ত্বার প্রতিও ভরসা করে না, তাই তাদের বিশ্বাস অত্যন্ত ক্ষীণ। এছাড়াও, আধুনিক মানুষেরা যেহেতু কৃষ্ণভাবনার প্রতি তেমন আগ্রহী নয়, তাই তারা দেহ সম্পর্কিত অত্যন্ত নগণ্য বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত কলহ, বাদ-বিসম্বাদ করে চলে। এইভাবে সামান্যতম উত্তেজনাতেই বিরাট ধরনের যুদ্ধ আর ধ্বংসকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। কলিযুগে কাম, ক্রোধ এবং আকাঙ্ক্ষার কোনও সীমা নেই। বিশ্বের যেখানেই মানুষ বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সেখানেই ব্যাপকভাবে এই সমস্ত লক্ষণ এবং বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পশু হত্যা, অবৈধ যৌনসঙ্গ, মাদক দ্রব্য গ্রহণ আর দ্যূতক্রীড়ার মতো পাপময় অভ্যাসের ফলে অধিকাংশ মানুষই এখন চণ্ডাল বা অস্পৃশ্য পর্যায়ে অধঃপতিত হয়েছে।

শ্লোক ২১

অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা ।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্মোঽয়ং সার্ববর্ণিকঃ ॥ ২১ ॥

অহিংসা—অহিংসা; সত্যম্—সত্যবাদিতা; অস্তেয়ম্—সততা; অ-কাম-ক্রোধ-লোভতা—কাম, ক্রোধ এবং লোভহীনতা; ভূত—সমস্ত জীবের; প্রিয়—সুখ; হিত—এবং কল্যাণ; ঈহা—বাসনা; চ—এবং; ধর্মঃ—কর্তব্য; অয়ম্—এই; সার্ববর্ণিকঃ—সমাজের সমস্ত সদস্যদের জন্য।

অনুবাদ

অহিংসা, সত্যবাদিতা, সততা, সুখেচ্ছা, আর সকলের কল্যাণ, কাম-ক্রোধ এবং লোভশূন্যতা, এই সমস্ত গুণাবলী সমাজের সমস্ত সদস্যদের থাকা উচিত।

তাৎপর্য

সার্ববর্ণিক শব্দটির দ্বারা উল্লিখিত গুণাবলীর সমন্বয়ে সাধারণ পুণ্য জীবনকে বোঝায়, আর তা সমাজের সকল বর্ণের মানুষের, এমনকি বর্ণাশ্রম বহির্ভূত মানুষেরও পালন করা উচিত। আমরা ব্যবহারিকভাবে দেখেছি যে, এমনকি বর্ণাশ্রম থেকে বিচ্যুত

সমাজেও এই সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর সম্মান করা ও তাতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এই সমস্ত গুণাবলী কেবল মুক্তিলাভেরই একটি পথ নয়, বরং মনুষ্য সমাজের জন্য তা চিরন্তন ধর্ম।

শ্লোক ২২

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্যাজ্জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহূতঃ ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয়ম্—দ্বিতীয়; প্রাপ্য—লাভ করে; আনুপূর্ব্যাৎ—ধীরে ধীরে পুরশ্চরণের মাধ্যমে; জন্ম—জন্ম; উপনয়নম্—গায়ত্রী দীক্ষা; দ্বিজঃ—দ্বিজগণ; বসন্—বাস করে; গুরুকুলে—গুরুদেবের আশ্রমে; দান্তঃ—আত্মসংযত; ব্রহ্ম—বৈদিক শাস্ত্র; অধীয়ীত—পাঠ করা উচিত; চ—এবং উপলব্ধি করাও; আহূতঃ—গুরুদেবের দ্বারা আহূত।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধিকরণ সংস্কারের পর্যায়ক্রমে গায়ত্রী দীক্ষার মাধ্যমে দ্বিজত্ব লাভ করে। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা আহূত হয়ে, সে তার আশ্রমে অবস্থান করে মন ও আত্মসংযম করে যত্নসহকারে বৈদিকশাস্ত্র চর্চা করবে।

তাৎপর্য

দ্বিজ বা 'যার দ্বিতীয় বার জন্ম হয়েছে' বলতে বোঝায় তিনটি উন্নতশ্রেণী, যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য গায়ত্রী মন্ত্র লাভ করার মাধ্যমে দ্বিজত্ব লাভ করেন। প্রথমে মানুষের জৈব বা শৌক্র জন্ম লাভ হয়, তাতেই সে মানুষকে বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী বলে সূচিত করে না। অল্প বয়সী বালকেরা, যদি যোগ্য হয়, তবে, ব্রাহ্মণেরা বারো বৎসরে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা আরও কয়েক বৎসর পর গায়ত্রী দীক্ষা লাভ করতে পারে। পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করার জন্য, বালকেরা গুরুদেবের আশ্রম গুরুকুলে বাস করবে। সেই জন্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সারা বিশ্বে এইরূপ গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করে, নিজেদের সুষ্ঠু শিক্ষা প্রদানের জন্য সভ্য সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছে। প্রতিটি বালক বালিকার আত্মসংযম এবং অনুমোদিত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা উচিত। এইভাবে, পশু, পোকা, মাছ বা পাখির মতো জীবন যাপন না করে, জ্ঞানী মানুষের দ্বিজ হয়ে মুক্তি লাভের জন্য জ্ঞান লাভ করা উচিত। এই শ্লোকে *আনুপূর্ব্যাৎ* শব্দটি যৌন সংসর্গের শুদ্ধি বা গর্ভাধান সহ বিভিন্ন শুদ্ধিকরণের সংস্কারকে সূচিত করে। সাধারণত শূদ্র এবং যারা বৈদিক পদ্ধতির অনুগামী নয়, তারা এই সমস্ত সংস্কারের প্রতি আকৃষ্ট নয়,

তাই তারা পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, আর সদ্‌গুরুর প্রতি হিংসা করে। যাদের চরিত্র শুদ্ধিকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে যথা নিয়মে সভ্য হয়েছে, তারা খামখেয়ালীপনা বা তর্কাতর্কী করার প্রবণতা ত্যাগ করে, সদ্‌গুরুর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করার জন্য বিনীত এবং আগ্রহী হয়।

শ্লোক ২৩

মেখলাজিনদণ্ডাক্ষব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্ ।
জটিলোঽধৌতদদ্বাসোঽরক্তপীঠঃ কুশান্ দধৎ ॥ ২৩ ॥

মেখলা—কোমরবন্ধ; অজিন—মৃগচর্ম; দণ্ড—দণ্ড; অক্ষ—গুটিকাযুক্ত হার; ব্রহ্ম-সূত্র—উপবীত; কমণ্ডলূন্—এবং কমণ্ডলু; জটিলঃ—জটাজুট ধারী; অধৌত—ইস্ত্রি না করে, অমসৃণ, অশুভ্র; দৎ-বাসঃ—দাঁত ও বস্ত্র; অরক্তপীঠঃ—বিলাসবহুল বা আরামপ্রদ আসন গ্রহণ না করা; কুশান্—কুশঘাস; দধৎ—হস্তে ধারণ করে।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারী নিয়মিতভাবে মৃগচর্মের বসন এবং কুশঘাসের কোমরবন্ধ পরিধান করবে। তার জটা থাকবে, হাতে থাকবে দণ্ড এবং কমণ্ডলু, গলায় অক্ষমালা এবং উপবীত ধারণ করবে। হস্তে কুশ ধারণ করে, সে কখনও বিলাসবহুল ও আরামদায়ক আসন গ্রহণ করবে না। সে অনর্থক দাঁত মাজবে না বা বস্ত্রকে বেশি উজ্জ্বল বা ইস্ত্রি করবে না।

তাৎপর্য

অধৌত-দদ্-বাস বলতে বোঝায়, বিরক্ত ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোকদের আকৃষ্ট করার জন্য উজ্জ্বল মৃদু হাস্য প্রদর্শন করার পরোয়া করে না বা বাহ্যিক পোশাকের প্রতিও কোনও মনোনিবেশ করে না। ব্রহ্মচারী জীবন হচ্ছে তপস্যা এবং গুরুদেবের প্রতি আনুগত্যের, যাতে জীবনের পরবর্তী সময়ে যখন সে ব্যবসায়ী, রাজনীতিক বা বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ হবে, তখন সে তার চরিত্র, শৃঙ্খলাবোধ, আত্মসংযম, তপস্যা এবং বিনয় প্রদর্শন করতে পারে। যে ছাত্র-জীবনের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তা আধুনিক শিক্ষা নামে পরিচিত নির্বোধ ভোগসুখবাদ থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। অবশ্য, আধুনিকযুগে কৃষ্ণভক্ত ব্রহ্মচারীরা কৃত্রিমভাবে প্রাচীন পোশাক পরিধান বা আনুষ্ঠানিকতাগুলি যা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তা করতে পারবে না। তবে আত্মসংযম, শুদ্ধতা, সদ্‌গুরুর প্রতি আনুগত্য ইত্যাদির গুরুত্ব বৈদিকযুগে যেমন ছিল, আজকের দিনেও তা তেমনই রয়েছে।

শ্লোক ২৪

স্নানভোজনহোমেষু জপোচ্চারে চ বাগ্‌যতঃ ।
ন ছিন্দ্যান্নখরোমাণি কক্ষোপস্থগতান্যপি ॥ ২৪ ॥

স্নান—স্নানের সময়; ভোজন—ভোজনের সময়; হোমেষু—যজ্ঞ সম্পাদনের সময়; জপঃ—জপের সময়; উচ্চারে—মল বা মূত্র ত্যাগের সময়; চ—এবং; বাক্-যতঃ—চুপ থাকা; ন—না; ছিন্দ্যাৎ—কাটা উচিত; নখ—নখ; রোমাণি—বা চুল; কক্ষ—বগলে; উপস্থ—লিঙ্গে; গতানি—সহ; অপি—এমনকি।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীদের স্নান, আহার, যজ্ঞ সম্পাদন, জপ বা মলমূত্র ত্যাগের সময় মৌন অবলম্বন করা উচিত। তার নখ কাটা এবং বগল ও উপস্থ সহ কোনও স্থানের লোম বা চুল কাটা উচিত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীনারদমুনি বৈদিক ব্রহ্মচারী জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুরূপ বিবরণ প্রদান করেছেন।

শ্লোক ২৫

রেতো নাবকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ স্বয়ম্ ।
অবকীর্ণেঽবগাহ্যাপ্সু যতাসুস্ত্রিপদাং জপেৎ ॥ ২৫ ॥

রেতঃ—বীর্য; ন—না; অবকিরেৎ—স্খলন করা উচিত; জাতু—কখনও; ব্রহ্মব্রতধরঃ—ব্রহ্মচারী ব্রতধারী; স্বয়ম্—নিজে; অবকীর্ণে—স্খলন হলে; অবগাহ্য—স্নান করে; অপ্সু—জলে; যত-অসুঃ—প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে; ত্রিপদাম্—গায়ত্রীমন্ত্র; জপেৎ—জপ করা উচিত।

অনুবাদ

যে ব্রহ্মচারী ব্রত অবলম্বন করেছে, তার কখনও বীর্যপাত করা উচিত নয়। যদি হঠাৎ আপনা থেকেই বীর্যপাত হয়ে যায়, তবে তার তৎক্ষণাৎ জলে স্নান করে, প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উচিত।

শ্লোক ২৬

অগ্ন্যর্কাচার্যগোবিপ্রগুরুবৃদ্ধসুরান্ শুচিঃ ।
সমাহিত উপাসীত সন্ধ্যে চ যতবাগ্ জপন্ ॥ ২৬ ॥

অগ্নি—অগ্নিদেব; অর্ক—সূর্য; আচার্য—আচার্য; গো—গাভী; বিপ্র—ব্রাহ্মণ; গুরু—গুরুদেব; বৃদ্ধ—বৃদ্ধ, সম্মানীয় ব্যক্তি; সুরান্—দেবগণ; শুচিঃ—শুদ্ধ; সমাহিতঃ—নিবিষ্ট চিত্তে; উপাসীত—তার উপাসনা করা উচিত; সন্ধ্যে—সময়ের সন্ধিক্ষণে; দ্বে—দুই; যতবাক্—মৌন হয়ে; জপন্—নিঃশব্দে জপ করা বা যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণ করা।

অনুবাদ

শুদ্ধ এবং নিবিষ্ট চিত্তে ব্রহ্মচারীর অগ্নি, সূর্য, আচার্য, গাভী, ব্রাহ্মণ, গুরু, বয়স্ক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং দেবতাদের পূজা করা উচিত। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তে উচ্চারণ না করে, মৌনভাবে বা মৃদু স্বরে যথাযথ মন্ত্র জপ করা উচিত।

শ্লোক ২৭

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ২৭ ॥

আচার্যম্—গুরুদেব; মাম্—আমি নিজে; বিজানীয়াৎ—জানা উচিত; ন অবমন্যেত—কখনও অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়; কর্হিচিৎ—কখনও; ন—কখনও না; মর্ত্যবুদ্ধ্যা—তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে; অসূয়েত—হিংসা করা উচিত; সর্বদেব—সমস্ত দেবতাদের; ময়ঃ—প্রতিনিধি; গুরুঃ—গুরুদেব।

অনুবাদ

আচার্যকে আমার থেকে অভিন্ন বলে মনে করা উচিত এবং কখনও কোনভাবে তাকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা সে সমস্ত দেবতার প্রতিনিধিস্বরূপ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *চৈতন্য চরিতামৃতে* (আদি ১/৪৬) উদ্ধৃত হয়েছে। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমৎ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকের এইরূপ ভাষ্য প্রদান করেছেন—

"উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকটির উল্লেখ করেন। সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচারীর কীভাবে আচরণ করা উচিত, সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। গুরুদেব কখনও তাঁর শিষ্যের সেবা উপভোগ করেন না। তিনি ঠিক একজন পিতার মতো। পিতার স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধান ব্যতীত শিশু যেমন বড় হতে পারে না, ঠিক তেমনই সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধান ব্যতীতও শিষ্য ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারে না।

"গুরুদেবকে আচার্য বলেও সম্বোধন করা হয়। *আচার্য* কথাটির অর্থ হচ্ছে, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের অপ্রাকৃত শিক্ষক। *মনুসংহিতায়* (২/১৪০) আচার্যের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে তিনি শিষ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার পূর্বক শিষ্যকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন এবং এইভাবে তাকে দ্বিতীয় জন্মদান করেন । পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান অধ্যয়নে শিষ্যকে দীক্ষা দেওয়ার অনুষ্ঠানকে বলা হয় *উপনয়ন*, অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান শিষ্যকে গুরুর নিকটে (উপ) আনয়ন করে। যে গুরুর সন্নিকটে আসতে পারে না, সে যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য নয় এবং তাই সে শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের শরীরে যজ্ঞোপবীত গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণের প্রতীক; তা যদি কেবল উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করার জন্য ধারণ করা হয়ে থাকে, তা হলে তার কোনও মূল্য নেই। সদ্‌গুরুর কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে উপনয়ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দীক্ষা দান করা এবং এই সংস্কার বা পবিত্রীকরণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে গুরুদেব শিষ্যকে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। শূদ্রকুলোদ্ভূত মানুষও সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষিত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। কেননা উপযুক্ত শিষ্যকে ব্রাহ্মণত্ব দান করার অধিকার সদ্‌গুরুর রয়েছে। *বায়ুপুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, আচার্য হচ্ছেন তিনি যিনি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য সম্বন্ধে অবগত, যিনি বেদের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে পারেন। যিনি সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করেন এবং শিষ্যকে সেই অনুসারে আচরণ করতে শিক্ষা দেন।

"তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবেই কেবল পরমেশ্বর ভগবান গুরুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই আচার্যের আচরণে অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্য কোনও কার্যকলাপ দেখা যায় না। তিনি হচ্ছেন সেবক রূপে ভগবানের চরম প্রকাশ। ভগবানের আশ্রয় বিগ্রহ নামক এই ধরনের ঐকান্তিক ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক।

"কেউ যদি ভগবানের সেবা না করে নিজেকে আচার্য বলে জাহির করার চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে অপরাধী এবং তার আচার্য হওয়ার যোগ্যতা নেই। সদ্‌গুরু সর্বদাই অনন্য ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। এই লক্ষণগুলির মাধ্যমে তাঁকে ভগবানের প্রকাশ রূপে এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর যথার্থ প্রতিনিধি রূপে জানা যায়। এই ধরনের গুরুদেবকে বলা হয় আচার্যদেব। ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে এবং ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে বাধা প্রাপ্ত হয়ে বিষয়াসক্ত মানুষেরা আচার্যের সমালোচনা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যথার্থ আচার্য পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, এবং তাই এই ধরনের আচার্যকে ঈর্ষা করা মানে ভগবানকে ঈর্ষা করা। তার ফলে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে বিঘ্ন ঘটে।

"পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে আচার্যকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলে জেনে সর্বদা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া; কিন্তু সেই সঙ্গে এটিও সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, গুরু বা আচার্য কখনও শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের অনুকরণ করেন না। ভণ্ডগুরুরা নিজেদের সর্বতোভাবে কৃষ্ণ বলে জাহির করে শিষ্যদের প্রতারণা করে। এই ধরনের নির্বিশেষবাদীরা তাদের শিষ্যদের বিপথে পরিচালিত করে, কেননা চরমে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। ভক্তিমার্গে এই ধরনের মনোভাবের কোনও স্থান নেই।

"বৈদিক দর্শনের প্রকৃত সিদ্ধান্ত হচ্ছে *অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব*, যা প্রতিপন্ন করে যে, সব কিছুই যুগপৎভাবে ভগবানের থেকে ভিন্ন ও অভিন্ন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলেছেন যে, সেটিই হচ্ছে আদর্শ গুরুর স্থিতি এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবকে মুকুন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক রূপে দর্শন করা। শ্রীল জীব গোস্বামী *ভক্তিসন্দর্ভে* (২১৩) স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, ভক্ত যে গুরুদেব এবং মহাদেবকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তার কারণ হচ্ছে তাঁরা ভগবানের অতি প্রিয়। কিন্তু এমন নয় যে, তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের সঙ্গে এক। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রমুখ আচার্যেরা পরবর্তীকালে এই একই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে গেছেন। গুরুদেবের বন্দনায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, সমস্ত শাস্ত্রে গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে স্বীকার করা হয়েছে, কেননা তিনি হচ্ছেন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় সেবক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম সেবক রূপে গুরুদেবের আরাধনা করেন। ভক্তিমূলক সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রে এবং শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের রচিত গীতি সমূহে গুরুদেবকে সর্বদা শ্রীমতী রাধারাণীর অন্তরঙ্গ পরিকর বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।"

শ্লোক ২৮

সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ ।
যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ ॥ ২৮ ॥

সায়ম্—সন্ধ্যাবেলায়; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **উপানীয়**—আনয়ন করে; **ভৈক্ষ্যম্**—ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু; **তস্মৈ**—তাঁকে (আচার্য); **নিবেদয়েৎ**—অর্পণ করা উচিত; **যৎ**—

যা কিছু; চ—এবং; অন্যৎ—অন্য কিছু; অপি—বস্তুত; অনুজ্ঞাতম্—অনুমোদিত; উপযুঞ্জীত—গ্রহণ করা উচিত; সংযতঃ—সংযত।

অনুবাদ

সকালে ও সন্ধ্যায় খাদ্যদ্রব্য এবং অন্য যা কিছু ভিক্ষা করে এনে তার উচিত তার গুরুদেবের নিকট অর্পণ করা। তারপর, আত্মসংযত হয়ে আচার্যের নিকট থেকে নিজের জন্য অনুমোদিত দ্রব্যই গ্রহণ করা উচিত।

তাৎপর্য

সদ্‌গুরুর কৃপাভিলাষীভক্ত যেন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সংগ্রহে আগ্রহী না হন; বরং যা কিছু তিনি সংগ্রহ করতে পারবেন, তাঁর উচিত তা আচার্যের নিকট অর্পণ করা। আত্মসংযত হয়ে, সদ্‌গুরু অনুমোদিত বস্তু তিনি গ্রহণ করবেন। সর্বোপরি, প্রতিটি জীবকে পরম পুরুষ ভগবানের সেবা করতে অবশ্যই শিখতে হবে, কিন্তু যতক্ষণ না সে দিব্য সেবার দক্ষতা অর্জন করছে, ততক্ষণ তাকে সবকিছু ভগবদ্ অর্চনে সম্পূর্ণ রূপে অভিজ্ঞ গুরুদেবের নিকট অর্পণ করতে হবে। যখন গুরুদেব দেখেন যে, তাঁর শিষ্য কৃষ্ণভাবনায় উন্নত হয়েছে, তখন তিনি তাঁর শিষ্যকে সরাসরি ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত করেন। সদ্‌গুরু কোন কিছুই নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করেন না, তাঁর শিষ্য যতটুকু জাগতিক সম্পদ ভগবানের পাদপদ্মে সুষ্ঠুরূপে নিবেদন করতে পারে, ততটুকুই তাকে প্রদান করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, পিতা যখন তাঁর পুত্রকে ব্যবসা এবং জাগতিক কার্যে শিক্ষিত করতে চান, তখন তাঁর সন্তান তাঁর কষ্টার্জিত অর্থ মূর্খের মতো অপচয় না করে, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে লাভজনক কার্যে যতটুকু নিয়োগ করতে পারে, ততটুকুই তাকে প্রদান করেন।

অপক্ক শিশু যেমন অর্থ নিজের জন্য সঞ্চিত না রেখে, তার শিক্ষা প্রদানকারী পিতার নিকট থেকে সমস্ত খরচ পেয়ে থাকে, তেমনই সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যকে ভগবৎ অর্চন শিক্ষা প্রদান করেন, আর অপক্ক শিষ্য অবশ্যই গুরুদেবের পাদপদ্মে সমস্ত কিছু অর্পণ করবে। কেউ যদি সদ্‌গুরু বা কৃষ্ণের আদেশ অমান্য করে নিজেকে প্রতারণা করতে চায়, তবে সে অবশ্যই অভক্ত, ইন্দ্রিয়ভোগী হয়ে, ভক্তি পথ থেকে বিচ্যুত হয়। অতএব, সদ্‌গুরুসেবার শিক্ষা লাভ করে আমাদের কৃষ্ণভাবনায় পরিপক্কতা লাভ করা উচিত।

শ্লোক ২৯

শুশ্রূষমাণ আচার্যং সদোপাসীত নীচবৎ ।
যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৯ ॥

শুশ্রূষমাণঃ—সেবায় রত; আচার্যম্—সদ্‌গুরু; সদা—সর্বদা; উপাসীত—উপাসনা করা উচিত; নীচবৎ—বিনীত সেবক রূপে; যান—বিনীতভাবে গুরুদেবের অনুগমন করা; শয্যা—গুরুদেবের সঙ্গে বিশ্রাম করে; আসন—সেবা করার জন্য গুরুদেবের নিকট উপবেশন করে; স্থানৈঃ—দণ্ডায়মান হয়ে গুরুদেবের জন্য অপেক্ষা করা; ন—না; অতি—বেশি; দূরে—দূরে; কৃতাঞ্জলিঃ—করজোড়ে।

অনুবাদ

গুরুদেবের সেবার সময় আমাদের বিনীত সেবক রূপে থাকা উচিত, গুরুদেব যখন গমন করেন, শিষ্যের উচিত বিনীতভাবে তাঁর অনুগমন করা। গুরুদেব যখন বিশ্রামের জন্য শয়ন করেন, তখন শিষ্যের উচিত নিকটেই শয়ন করে, তাঁর পাদসম্বাহনাদি সেবা করা। গুরুদেব যখন তাঁর আসনে উপবেশন করবেন, শিষ্য তখন গুরুদেবের আদেশের অপেক্ষায় তাঁর নিকটেই করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকবে। আমাদের উচিত এইভাবে সর্বদা গুরুদেবের অর্চন করা।

শ্লোক ৩০

এবংবৃত্তো গুরুকুলে বসেদ্ ভোগবিবর্জিতঃ ।
বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্ বিভ্রদ্ ব্রতমখণ্ডিতম্ ॥ ৩০ ॥

এবম্—এইভাবে; বৃত্তঃ—নিয়োজিত; গুরুকুলে—গুরুদেবের আশ্রমে; বসেৎ—বাস করা উচিত; ভোগ—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; বিবর্জিতঃ—বর্জন করে; বিদ্যা—বৈদিক শিক্ষা; সমাপ্যতে—সম্পূর্ণ হয়; যাবৎ—যতক্ষণ না; বিভ্রৎ—পালন করে; ব্রতম্—ব্রত (ব্রহ্মচর্যের); অখণ্ডিতম্—অখণ্ডভাবে।

অনুবাদ

যতক্ষণ না বৈদিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ছাত্রের উচিত গুরুদেবের আশ্রমে নিয়োজিত থাকা। তাকে অবশ্যই (ব্রহ্মচর্য) ব্রত ভঙ্গ না করে, জড় ইন্দ্রিয়তর্পণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীদের কথা বলা হয়েছে, যারা বৈদিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে গৃহস্থ আশ্রম বা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে। এবং বৃতঃ শব্দটি সূচিত করে যে, কালক্রমে বিবাহ করে সমাজে বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও, ছাত্র জীবনে তাকে নিরহংকার হয়ে সদ্‌গুরুর বিনীত সেবক রূপে থাকতেই হবে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, যাঁরা কখনও বিবাহ করেন না, তাঁদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩১

যদ্যসৌ ছন্দসাং লোকমারোক্ষ্যন্ ব্রহ্মবিষ্টপম্ ।
গুরবে বিন্যসেদ্ দেহং স্বাধ্যায়ার্থং বৃহদ্ব্রতঃ ॥ ৩১ ॥

যদি—যদি; অসৌ—সেই ছাত্র; ছন্দসাম্ লোকম্—মহর্লোকে; আরোক্ষ্যন্—উপনীত হতে ইচ্ছুক; ব্রহ্ম-বিষ্টপম্—ব্রহ্মলোক; গুরবে—গুরুদেবকে; বিন্যসেৎ—তার অর্পণ করা উচিত; দেহম্—তার দেহ; স্ব-অধ্যায়—উন্নততর বৈদিক শিক্ষা; অর্থম্—উদ্দেশ্য; বৃহৎ-ব্রতঃ—অখণ্ড ব্রহ্মচারী।

অনুবাদ

কোনও ব্রহ্মচারী যদি মহর্লোক বা ব্রহ্মলোকে উপনীত হতে চায়, তবে তাকে তার সমস্ত কার্যকলাপ গুরুদেবের নিকট অর্পণ করে সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হতে হবে। তাকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে উন্নততর বৈদিক শিক্ষা অনুশীলনে ব্রতী হতে হবে।

তাৎপর্য

যিনি জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে চান, তাঁকে অবশ্যই কায়মনোবাক্যে সদ্‌গুরুর সেবায় ব্রতী হতে হবে। যিনি ব্রহ্মলোক বা মহর্লোক আদি উন্নততরলোকে উন্নীত হতে চান, তাঁকে অবশ্যই গুরুদেবের সেবায় পূর্ণরূপে মগ্ন হতে হবে। এইভাবে এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের বহু ঊর্ধ্বে কৃষ্ণলোকে উন্নীত হতে হলে সে বিষয়ে আমাদের যে কতখানি নিষ্ঠাপরায়ণ হতে হবে তা অনুমান করতে পারি।

শ্লোক ৩২

অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্বভূতেষু মাং পরম্ ।
অপৃথগ্‌ধীরুপাসীত ব্রহ্মবর্চস্ব্যকল্মষঃ ॥ ৩২ ॥

অগ্নৌ—আগুনে; গুরৌ—গুরুদেবে; আত্মনি—নিজের প্রতি; চ—এবং; সর্ব-ভূতেষু—সমস্ত জীবে; মাম্—আমাকে; পরম্—পরম; অপৃথক্-ধীঃ—নির্দ্বন্দ্বভাবে; উপাসীত—পূজা করা উচিত; ব্রহ্মবর্চস্বী—যিনি বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছেন; অকল্মষঃ—নিষ্পাপ।

অনুবাদ

এইভাবে বৈদিক জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়ে, গুরুদেবের সেবা করার মাধ্যমে সমস্ত প্রকার পাপ এবং দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে, তাকে অগ্নির মধ্যে, গুরুদেবের মধ্যে, তার নিজের মধ্যে এবং সমস্ত জীবের মধ্যে পরমাত্মা রূপে অবস্থিত আমার উপাসনা করতে হবে।

তাৎপর্য

বৈদিক জীবনধারায় অভিজ্ঞ সদ্‌গুরুর প্রতি বিশ্বাস সহকারে সেবা করার ফলে আমরা মহিমান্বিত এবং উদ্ভাসিত হতে পারি। এইভাবে আমরা শুদ্ধ হয়ে পারমার্থিক জ্ঞানাগ্নি নির্বাপনকারী পাপকর্মে যেন নিযুক্ত না হই; আবার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করতে চেয়ে যেন সঙ্কীর্ণমনা মূর্খও না হই। শুদ্ধ মানব হচ্ছে *অপৃথগ্-ধী* বা দ্বন্দ্বমুক্ত, কেননা তিনি সর্বত্র পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে শিক্ষা লাভ করেছেন। এইভাবে সারা বিশ্বে সুসংবদ্ধ ভাবে এই মহিমান্বিত চেতনার শিক্ষা প্রদান করা উচিত, যাতে মানব সমাজ শান্তিপূর্ণ এবং মহিমান্বিত হতে পারে।

শ্লোক ৩৩

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শসংলাপক্ষ্বেলনাদিকম্ ।
প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ ॥ ৩৩ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীলোকের প্রতি; নিরীক্ষণ—নিরীক্ষণ করা; স্পর্শ—স্পর্শ করা; সংলাপ—বার্তালাপ করা; ক্ষ্বেলন—পরিহাস বা খেলাধূলা করা; আদিকম্—ইত্যাদি; প্রাণিনঃ—জীবেদের; মিথুনী-ভূতান্—মৈথুনরত; অগৃহস্থঃ—সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচারী; অগ্রতঃ—প্রথমতঃ; ত্যজেৎ—ত্যাগ করা উচিত।।

অনুবাদ

যাঁরা বিবাহিত নয়—সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ এবং ব্রহ্মচারীদের—কখনও স্ত্রীলোকদের প্রতি নিরীক্ষণ করে, স্পর্শ করে, বার্তালাপ, পরিহাস বা খেলাধূলা করে সঙ্গ করা উচিত নয়। আবার মৈথুনরত কোনও প্রাণীর সঙ্গ করাও তাদের উচিত নয়।

তাৎপর্য

প্রাণিনঃ বলতে—পাখি, মৌমাছি, মানুষ ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীকেই বোঝায়। প্রায় সমস্ত প্রজাতির মধ্যেই যৌনসংসর্গ সংঘটিত হয় অসম লিঙ্গের সঙ্গে। মনুষ্য সমাজে, সমস্ত প্রকার আমোদ প্রমোদ (গ্রন্থ, বাদ্য, চলচ্চিত্র) এবং উপভোগের স্থান (রেস্তোঁরা, বাজার, অতিথিশালা) এমনভাবে তৈরি হয়েছে, যা যৌন আবেগকে বর্ধিত করে এক অতিরঞ্জিত পরিবেশ সৃষ্টি করে। যিনি বিবাহিত নন,—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থী সকলকেই যৌনসঙ্গ সম্পর্কিত সমস্ত কিছু কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। আর কোনও জীবকে, সে পাখি, পোকা বা মানুষই হোক না কেন, কাউকেই যৌন সংসর্গের কোনও অবস্থায় দর্শন করা উচিত নয়। যখন কোনও

পুরুষ কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরিহাস করে, তৎক্ষণাৎ একটি ঘনিষ্ঠ, যৌনভাবোদ্দীপিত পরিবেশ সৃষ্টি করে, যাঁরা ব্রহ্মচর্য পালনে প্রয়াসী, তাঁরা যেন এই সমস্ত এড়িয়ে চলেন। এমনকি কোনও গৃহস্থ যদি এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের প্রতি আসক্ত হন, তবে তিনিও অজ্ঞতার অন্ধকারে পতিত হবেন।

শ্লোক ৩৪-৩৫

শৌচমাচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাস্তির্মমার্চনম্ ।
তীর্থসেবা জপোঽস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসংভাষ্যবর্জনম্ ॥ ৩৪ ॥
সর্বাশ্রমপ্রযুক্তোঽয়ং নিয়মঃ কুলনন্দন ।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়সংযমঃ ॥ ৩৫ ॥

শৌচম্—শুচিতা; আচমনম্—আচমন করা; স্নানম্—স্নান; সন্ধ্যা—সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন এবং সূর্যাস্তে; উপাস্তিঃ—ধর্মীয় সেবা; মম—আমার; অর্চনম্—অর্চন; তীর্থসেবা—তীর্থযাত্রা; জপঃ—ভগবানের পবিত্র নাম জপ করা; অস্পৃশ্য—অস্পৃশ্য; অভক্ষ্য—অখাদ্য; অসম্ভাষ্য—যা আলোচনার অযোগ্য; বর্জনম্—এড়িয়ে চলা; সর্ব—সকলের; আশ্রম—জীবনের পর্যায়; প্রযুক্তঃ—সংযোজিত; অয়ম্—এই; নিয়মঃ—নিয়ম; কুলনন্দন—প্রিয় উদ্ধব; মৎ-ভাবঃ—আমার অস্তিত্ব অনুভব করে; সর্বভূতেষু—সমস্ত জীবে; মনঃ—মনের; বাক্—বাক্যের; কায়—দেহের; সংযমঃ—সংযম।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, শুচিতা, আচমন, স্নান, সূর্যোদয়ে, মধ্যাহ্নে এবং সূর্যাস্তে করণীয় ধর্মকর্ম, আমার অর্চন, তীর্থদর্শন, জপ করা, অস্পৃশ্য, অখাদ্য এবং অবাচ্য বর্জন করা ও পরমাত্মা রূপে সর্বজীবে আমার অস্তিত্ব স্মরণ করা—এইগুলি সমাজের সমস্ত সদস্যের কায়মনোবাক্যে পালন করা উচিত।

শ্লোক ৩৬

এবং বৃহদ্ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ।
মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্মাশয়োঽমলঃ ॥ ৩৬ ॥

এবম্—এইভাবে; বৃহৎ-ব্রত—অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের মহান ব্রত; ধরঃ—পালন করা; ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ; অগ্নিঃ—অগ্নি; ইব—মতো; জ্বলন্—উজ্জ্বল হওয়া; মৎ-ভক্তঃ—আমার ভক্ত; তীব্রতপসা—তীব্র তপস্যার দ্বারা; দগ্ধ—দগ্ধ; কর্ম—কর্মের; আশয়ঃ—প্রবণতা বা মনোভাব; অমলঃ—জড় বাসনার কলুষ রহিত।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্যের মহাব্রত পালন করে, সে অগ্নির মতো উজ্জ্বল হয়, আর তীব্র তপস্যা জড় কর্ম সম্পাদনের প্রবণতাকে ভস্মীভূত করে। জড় বাসনার কলুষ মুক্ত হয়ে সে আমার ভক্ত হয়।

তাৎপর্য

মুক্তির পদ্ধতি এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। এক সময় শ্রীল প্রভুপাদ যখন বিমানে করে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর সহযাত্রী এক যাজক, তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যদের লক্ষ্য করেছেন ওদের মুখমণ্ডল বড়ই উজ্জ্বল। শ্রীল প্রভুপাদ এই ঘটনাটি বলতে ভালবাসতেন। আত্মা সূর্য অপেক্ষা উজ্জ্বল, ক্রমান্বয়ে পারমার্থিক শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে ভক্তের বাহ্যিক রূপও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দিব্যজ্ঞানের উজ্জ্বল অগ্নিতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মনোভাবকে ভস্মীভূত করে, তখন সেই ভক্ত, স্বাভাবিকভাবেই তপস্যা করার ফলে জড় ভোগের প্রতি অনাসক্ত হন। সমস্ত তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, কেননা এর দ্বারা তৎক্ষণাৎ জড় বন্ধনের শৃঙ্খল শিথিল হয়ে যায়। যিনি অমল, জড় বাসনামুক্ত, তিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত রূপে পরিগণিত হন। জ্ঞান, কর্ম এবং যোগের পন্থায় মন নিজের স্বার্থ বজায় রাখে, কিন্তু ভক্তির পথে মনকে কেবল ভগবানের স্বার্থ দেখতেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এইভাবে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন অমল, সম্পূর্ণ শুদ্ধ।

শ্লোক ৩৭

অথানন্তরমাবেক্ষ্যন্ যথাজিজ্ঞাসিতাগমঃ ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্ গুর্বনুমোদিতঃ ॥ ৩৭ ॥

অথ—এইভাবে; অনন্তরম্—তারপর; আবেক্ষ্যন্—গৃহস্থ জীবনে প্রবেশের বাসনা করে; যথা—যথাযথভাবে; জিজ্ঞাসিত—অধ্যয়ন করে; আগমঃ—বৈদিক শাস্ত্র; গুরবে—গুরুদেবকে; দক্ষিণাম্—দক্ষিণা; দত্ত্বা—প্রদান করে; স্নায়াৎ—ব্রহ্মচারী নিজেকে পরিচ্ছন্ন করবে, চুল আঁচড়াবে, ভাল পোশাক ইত্যাদি পরিধান করবে; গুরু—গুরুদেব কর্তৃক; অনুমোদিতঃ—অনুমোদিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারী বৈদিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের ইচ্ছা করলে, গুরুদেবকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করে, স্নান, ক্ষৌরকর্ম, ও যথাযথ বসনাদি পরিধান করবে। তারপর গুরুদেবের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, তাকে বলে সমাবর্তন, অর্থাৎ গুরুদেবের আশ্রম থেকে বৈদিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ব্রহ্মচারীর নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন। যে ব্যক্তি তার সমস্ত বাসনা ভক্তিযোগে সন্নিবেশিত করতে পারে না, সে গৃহস্থ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়; আর এই বাসনা যদি সংযত না করা হয় তবে তার পতন ঘটে। সকাম কর্ম এবং মনোধর্ম প্রসূত অজ্ঞতার দ্বারা আবৃত হয়ে সে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা বহির্ভূত আনন্দ অনুসন্ধান করে, আর তার ফলে অভক্তে পরিণত হয়। যে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করবে, তাকে তার পারমার্থিক দৃঢ়নিষ্ঠা যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্য বৈদিক বিধিবিধানগুলি কঠোরভাবে পালন করতে হবে। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করবে, অন্যদের প্রতি তার আচরণ হবে কপটতাযুক্ত এবং এর ফলে তার সরল শুদ্ধ জীবন পথ থেকে সে পতিত হবে। মন যখন কামের দ্বারা বিড়ম্বিত হয়, তখন সে পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যমূলক বিধানের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে, আর তার অপরাধপ্রবণ মনোভাবের মেঘ তখন তার দিব্যজ্ঞানের আলোককে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে। শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে আমাদের ভালবাসার প্রবণতাকে উপযোগ করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে কিন্তু তাঁর ভক্তের পূজা করে না, তাকে উন্নত বৈষ্ণব বলা যায় না; তাকে একজন অহংকারী ভণ্ড বলেই মনে করতে হবে।"

শ্লোক ৩৮

গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্ বা দ্বিজোত্তমঃ ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথামৎপরশ্চরেৎ ॥ ৩৮ ॥

গৃহম্—গৃহস্থ বাড়ি; বনম্—বন; বা—অথবা; উপবিশেৎ—প্রবেশ করা উচিত; প্রব্রজেৎ—ত্যাগ করা উচিত; বা—অথবা; দ্বিজ-উত্তমঃ—ব্রাহ্মণ; আশ্রমাৎ—জীবনের একটি অনুমোদিত পর্যায় থেকে; আশ্রমম্—অন্য একটি অনুমোদিত পর্যায়ে; গচ্ছেৎ—যাওয়া উচিত; ন—না; অন্যথা—অন্যথা; মৎ-পরঃ—যে আমার প্রতি শরণাগত নয়; চরেৎ—আচরণ করা উচিত।

অনুবাদ

জড় বাসনা চরিতার্থ করতে ইচ্ছুক ব্রহ্মচারীর উচিত পরিবারের সঙ্গে গৃহে বাস করা, যে গৃহস্থ তার চেতনাকে শুদ্ধ করতে ইচ্ছুক সে বনে গমন করবে, আর শুদ্ধ ব্রাহ্মণের উচিত সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা। যে আমার প্রতি শরণাগত

নয়, তার উচিত পর্যায় ক্রমে এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে উন্নীত হওয়া, কখনও অন্যথা আচরণ করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

যারা ভগবানের প্রতি শরণাগত ভক্ত নয়, তাদের উচিত সমাজের অনুমোদিত পর্যায় অনুসারে বিধিনিষেধগুলি কঠোরভাবে পালন করা। মানব জীবনে ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারটি সামাজিক বিভাগ রয়েছে। যিনি জড় বাসনা চরিতার্থ করতে চান, তাঁর উচিত সাধারণ গৃহস্থ হওয়া, তিনি একটি আরামদায়ক নিবাস স্থাপন করে তার পরিবার প্রতিপালন করবেন। যিনি শুদ্ধিকরণের পন্থা আরও ত্বরান্বিত করতে চান, তিনি তাঁর গৃহ এবং ব্যবসা পরিত্যাগ করে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কোনও পবিত্র বনে বাস করবেন, সেকথা এখানে *বনম্* শব্দে সূচিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে অনেক পবিত্র বন রয়েছে, যেমন বৃন্দাবন এবং মায়াপুর। দ্বিজোত্তম বলতে ব্রাহ্মণদেরকে বোঝায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এরা সবাই দ্বিজ, অর্থাৎ গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ হচ্ছেন দ্বিজোত্তম, বা যাঁরা পারমার্থিক দীক্ষার মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তিনি তাঁর তথাকথিত স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন। এখানে বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের কথা বলা হয়েছে, যেহেতু ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। সে সম্পর্কে *ভাগবতে* অনেক কাহিনী রয়েছে, তাতে দেখা যায় মহান রাজারা তাঁদের শুদ্ধিকরণের পদ্ধতি ত্বরান্বিত করার জন্য বানপ্রস্থ অবলম্বন করে তাঁদের সম্ভ্রান্ত মহিষীদের সঙ্গে নিয়ে তপস্বীজীবন অবলম্বন করতে বনে গমন করেছেন। ব্রাহ্মণরা অবশ্য সরাসরি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে পারেন।

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেৎ বলতে বোঝায় যে, মানুষ ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মচারী জীবন থেকে গৃহস্থ জীবন, তা থেকে বানপ্রস্থ এবং তারপর সন্ন্যাস আশ্রমে উন্নীত হবেন। *আশ্রমাদাশ্রম্* বলে, আমরা যেন কখনও সমাজের একটি অনুমোদিত পর্যায়ের বাইরে না থাকি আবার আমরা যেন আমাদের উচ্চ পদ থেকে পতিত হয়ে পুনরায় পিছিয়ে না পড়ি, সেই ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যারা ভগবানের প্রতি শরণাগত ভক্ত নয়, তারা যেন কঠোরভাবে এসমস্ত বিধান পালন করে, অন্যথায় তারা খুব সত্বর অধঃপতিত হবে, আর তাদের পাপের ফল তাদেরকে অনুমোদিত মনুষ্য সভ্যতার সীমার বাইরে স্থাপন করবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, অভক্তরা যেন বৈদিক সমাজ বিভাগের আচরণের বিধিবিধানগুলি কঠোরভাবে পালন করেন, পক্ষান্তরে

ভগবানের শুদ্ধভক্ত, যিনি চব্বিশঘণ্টা তাঁর সেবায় রত থাকেন, তিনি এইরূপ সামাজিক বিভাগের উর্ধ্বে। তবে, কেউ যদি বৈদিক সমাজ বিভাগের উর্ধ্বে বলে অপকর্মে লিপ্ত হয়, তা হলে তাকে ভগবানের উন্নত ভক্ত না বলে জড় জগতের অপক্ক মানুষ বলেই বুঝতে হবে। যে উন্নত ভক্ত, জাগতিক ইন্দ্রিয়তর্পণ থেকে দূরে থাকেন, তিনি বেদের সামাজিক বিভাগের দ্বারা বদ্ধ নন, এইভাবে এমনকি কোন গৃহস্থ ভক্তও তপস্যার জীবন স্বীকার করে, গৃহের থেকে দূরে ভ্রমণ করে কৃষ্ণভাবনা প্রচারে যুক্ত থাকতে পারেন, আবার কোনও সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকদেরও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করতে পারেন। সর্বাপেক্ষা উন্নত ভক্তকে বর্ণাশ্রম পদ্ধতির নিয়মাবলী দ্বারা সীমিত করা যাবে না, তাঁরা সারা বিশ্বে মুক্তভাবে ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করেন। *মৎপর* বলতে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, যিনি ভগবানকে তাঁর হৃদয় ও চেতনায় বেঁধে রাখেন, তাঁদের বোঝায়। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় তর্পণের শিকার হয়ে পতিত হন, তিনি পূর্ণরূপে *মৎপর* পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হননি, তাই তাঁকে সামাজিক বিভাগ এবং বিধান কঠোরভাবে পালন করে, পুণ্যবান মানুষ পর্যায়ে অবস্থান করতে হবে।

শ্লোক ৩৯

গৃহার্থী সদৃশীং ভার্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্ ।
যবীয়সীং তু বয়সা যাং সবর্ণামনুক্রমাৎ ॥ ৩৯ ॥

গৃহ—গৃহ; অর্থী—প্রার্থী; সদৃশীম্—সদৃশ চরিত্রের মানুষ; ভার্যাম্—স্ত্রী; উদ্বহেৎ—বিবাহ করা উচিত; অজুগুপ্সিতাম্—অনিন্দনীয়; যবীয়সীম্—কনিষ্ঠ; তু—বস্তুত; বয়সা—বয়সে; যাম্—অপর স্ত্রী; সবর্ণাম্—সবর্ণা প্রথমা স্ত্রী; অনু—পরে; ক্রমাৎ—ক্রমে।

অনুবাদ

যে গৃহস্থ জীবন যাপন করতে চায়, তার উচিত সবর্ণা এবং তার অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা, অনিন্দনীয়া কন্যাকে বিবাহ করা। কেউ যদি বহু স্ত্রী বিবাহ করতে চায়, তবে তার প্রথমা স্ত্রীর পরবর্তী স্ত্রীরা হবে ক্রমান্বয়ে নিম্নতর বর্ণের।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে,

তিস্রো বর্ণানুপূর্বেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্ ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্যাঃ স্বাঃ শূদ্র জন্মনঃ ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষের প্রথমা স্ত্রীকে সর্বদা *সদৃশীম্*, অর্থাৎ তাঁরই মতো হতে হবে। আর এক ভাবে বলা যায়, বুদ্ধিমান মানুষের উচিত বুদ্ধিমতী স্ত্রী বিবাহ করা, বীরপুরুষের উচিত বীরঙ্গনাকে বিবাহ করা, ব্যবসায়ী মানুষ এমন স্ত্রী বিবাহ করবেন যে, তাঁর স্ত্রী যাতে তাঁর কাজে উৎসাহ যোগান, আর শূদ্র বিবাহ করবে কোনও কমবুদ্ধিসম্পন্নাকে। স্ত্রী অবশ্যই বংশ এবং চরিত্রের দিক থেকে অনিন্দনীয়া এবং বয়সে আদর্শগতভাবে পাঁচ থেকে দশ বৎসরের কনিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেউ যদি দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করতে চান, তবে এই শ্লোকে বর্ণিত *বর্ণানুপূর্বেণ* এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথিত *অনুক্রমাৎ* শব্দ অনুসারে, প্রথম বিবাহ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল পরবর্তী নিম্নবর্ণের দ্বিতীয়া স্ত্রী নির্ধারণ করবেন। কেউ যদি তৃতীয় বার বিবাহ করেন, তবে তাঁর স্ত্রী হবেন, পরবর্তী নিম্নতরবর্ণের। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ব্রাহ্মণের প্রথমা স্ত্রী হবেন ব্রাহ্মণী, তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হবেন ক্ষত্রিয় সমাজের, তৃতীয়া স্ত্রী হবেন বৈশ্য সমাজের এবং চতুর্থ স্ত্রী হবেন শূদ্র সমাজের থেকে। ক্ষত্রিয় প্রথম বিবাহ করবেন ক্ষত্রিয় কন্যাকে, তারপর বৈশ্য, আর তারপর শূদ্র কন্যাদের। বৈশ্যরা কেবল দুটি বর্ণ থেকেই বিবাহ করতে পারবেন, আর শূদ্র কেবল শূদ্রাণীকেই বিবাহ করবেন। এইরূপ ক্রম অনুসারে বিবাহ হলে আপেক্ষিক হলেও পরিবারে শান্তি থাকবে। পূর্বশ্লোকে বর্ণিত এই সমস্ত বৈদিক বিবাহ বিধি বিশেষভাবে যাঁরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নন, তাঁদের জন্য।

শ্লোক ৪০

ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্বেষাং চ দ্বিজন্মনাম্ ।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনং চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনম্ ॥ ৪০ ॥

ইজ্যা—যজ্ঞ; অধ্যয়ন—বৈদিক শিক্ষা; দানানি—দান; সর্বেষাম্—সকলের; চ—ও; দ্বিজন্মনাম্—যাঁরা দ্বিজ; প্রতিগ্রহঃ—দান গ্রহণ; অধ্যাপনম্—বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া; চ—ও; ব্রাহ্মণস্য—ব্রাহ্মণের; এব—মাত্র; যাজনম্—অন্যদের জন্য যজ্ঞ করা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—সমস্ত দ্বিজগণ—অবশ্যই যজ্ঞ সম্পাদন করবে, বৈদিক শাস্ত্র চর্চা এবং দান করবে। কেবল ব্রাহ্মণরা, দান গ্রহণ করবে, বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দেবে এবং অন্যদের হয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করবে।

তাৎপর্য

সমস্ত সভ্য মানুষের উচিত যজ্ঞ সম্পাদন, দান করা এবং বৈদিক সাহিত্য অনুশীলনে অংশগ্রহণ করা। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা বিশেষত সমাজের আর সকলের জন্য যজ্ঞ

সম্পাদন, প্রত্যেককে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করা এবং প্রত্যেকের নিকট থেকে দান গ্রহণ করতে শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। যোগ্য ব্রাহ্মণদের সহায়তা এবং অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে সমাজের নিম্নবর্ণের লোকেরা সুষ্ঠুভাবে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন, যজ্ঞ সম্পাদন অথবা দান করা—এসবের সম্পাদন করতে পারে না, কেননা তাদের প্রয়োজনীয় বুদ্ধি নেই। যখন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা যথার্থ ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা নিজ নিজ কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে, আর ফলস্বরূপ সমাজের সবকিছু খুব সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়।

শ্লোক ৪১

প্রতিগ্রহং মন্যমানস্তপস্তেজোযশোনুদম্ ।
অন্যাভ্যামেব জীবেত শিলৈর্বা দোষদৃক্ তয়োঃ ॥ ৪১ ॥

প্রতিগ্রহম্—দান গ্রহণ করা; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **তপঃ**—তপস্যার; **তেজঃ**—পারমার্থিক প্রভাব; **যশঃ**—এবং যশ; **নুদম্**—বিনাশ; **অন্যাভ্যাম্**—অন্য দুটির দ্বারা (বেদশিক্ষা প্রদান ও যজ্ঞ সম্পাদন); **এব**—বাস্তবে; **জীবেত**—ব্রাহ্মণের বাঁচা উচিত; **শিলৈঃ**—মাঠে পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করে; **বা**—অথবা; **দোষ**—দোষ; **দৃক্**—দর্শন করা; **তয়োঃ**—সেই দুটির।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ মনে করে যে, অন্যদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করলে তার তপস্যা, ব্রহ্মতেজ এবং যশ বিনষ্ট হবে, তার উচিত ব্রাহ্মণের অন্য দুটি পেশা অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞান প্রদান করা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করে জীবিকা নির্বাহ করা। যদি সেই ব্রাহ্মণ মনে করে যে, এই দুটি পেশাও তার পারমার্থিক পদের পক্ষে আপস করার মতো, তবে তার অন্য কারও উপর নির্ভর না করে ক্ষেতে পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করা উচিত।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধভক্তের সর্বদা মনে রাখা উচিত, পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৯/২২) বলেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাম্ যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

"অনন্যচিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে, পরিপূর্ণ ভক্তি সহকারে যাঁরা সর্বদাই আমার উপাসনা করেন, তাঁদের সমস্ত অপ্রাপ্ত বস্তু আমি বহন করি, এবং তাঁদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।"

ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশাদার ভিক্ষুক হওয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষে অনেক তথাকথিত ব্রাহ্মণ আছে, ওরা বড় বড় মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে বসে দর্শনার্থীদের নিকট থেকে ভিক্ষা করে। কেউ যদি দান না করে, ওরা ক্রুদ্ধ হয়, আর সেই ব্যক্তিকে ধাওয়া করে। তদ্রূপ, আমেরিকাতে অনেক বড় বড় প্রচারক রয়েছে, যারা বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে ভিক্ষা করে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে। কোনও ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব যদি মনে করেন যে, এইরূপ পেশাদার ভিক্ষুক হয়ে তাঁর তপস্যার হ্রাস হচ্ছে, পারমার্থিক তেজ নষ্ট হচ্ছে আর তাঁর যশ নষ্ট হচ্ছে, তা হলে তাঁর এই পদ্ধতি ত্যাগ করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কেউ সকলের নিকট থেকেই ভিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু কেউ যদি তাঁর ব্যক্তিগত জীবিকার জন্য ভিক্ষা করেন, তবে তা তাঁর তপস্যা, তেজ এবং যশ বিনাশের কারণ হবে। তা হলে সেই ব্রাহ্মণ বৈদিক শিক্ষা প্রদান এবং যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারেন। কিন্তু এমনকি এই পেশাও তাঁকে ভগবৎ বিশ্বাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত করতে পারবে না। যে ব্রাহ্মণ শিক্ষাদানকে তাঁর জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করবেন, প্রায়শই তাঁর সেই শিক্ষায় সীমাবদ্ধতা থাকে আর যিনি যজ্ঞ সম্পাদন করবেন, তিনি জড়বাদী উপাসকদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে ব্রাহ্মণ হয়তো বিষম পরিস্থিতিতে পড়ে আপস করে ফেলবেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব সর্বোপরি তাঁর জীবিকার জন্য সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার ওপর নির্ভর করবেন। ভগবান তার ভক্তকে পালন করবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, আর উন্নত বৈষ্ণব কখনও ভগবানের কথায় সন্দেহ করেন না।

শ্লোক ৪২

ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে ।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণস্য—ব্রাহ্মণের; হি—নিশ্চিতরূপে; দেহঃ—শরীর; অয়ম্—এই; ক্ষুদ্র—নগণ্য; কামায়—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য; ন—না; ইষ্যতে—উদ্দিষ্ট; কৃচ্ছ্রায়—কষ্টের জন্য; তপসে—তপস্যা; চ—ও; ইহ—এই বিশ্বে; প্রেত্য—মৃত্যুর পর; অনন্ত—অসীম; সুখায়—সুখ; চ—ও।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের শরীর নগণ্য জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়; বরং তার জীবনে কঠিন তপস্যা গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করার পর অসীম আনন্দ উপভোগ করবে।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, ব্রাহ্মণের দেহ আর আত্মাকে একত্রে রাখার জন্য কেন তিনি স্বেচ্ছায় অসুবিধা ভোগ করবেন। এই শ্লোকে ভগবান ব্যাখ্যা করছেন যে, উন্নত মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কঠোর তপস্যা করা, নগণ্য ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য নয়। পারমার্থিক অগ্রগতির দ্বারা মানুষ চিন্ময় স্তরে দিব্য আনন্দে মগ্ন হন, এবং তিনি ক্ষণস্থায়ী জড় দেহের প্রতি মগ্ন হওয়া থেকে বিরত হন। আমাদের উচিত জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু গ্রহণ করে, জড় দেহের প্রতি অনাসক্ত থাকা। কষ্টকর জীবিকা গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ কখনও ভোলেন না যে, জড় দেহের পরিণতি হচ্ছে বার্ধক্যপ্রাপ্ত হওয়া, ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া এবং ক্লেশদায়ক মৃত্যু। এইভাবে সচেতন এবং দিব্য স্তরে থেকে উন্নত ব্রাহ্মণ, জীবনের শেষে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে অসীম দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। এইরূপ উন্নত সচেতনতা ব্যতিরেকে, তাকে কীভাবে যোগ্য ব্রাহ্মণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে?

যে সমস্ত ভক্ত চব্বিশ ঘণ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচারে রত আছেন, তাঁরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সন্ন্যাস স্তরেরও উর্ধ্বে, কেননা তাঁরা সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবৎ সেবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করতে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আহার করেন, তিনি দেহের তুষ্টির জন্য অত্যন্ত উপাদেয় বা নগণ্য খাদ্য গ্রহণ করেন না। যদিও, উপাদেয় খাদ্য সহ সবকিছুই গ্রহণ করতে হবে ভগবানের জন্য। যে ব্রাহ্মণ ভগবানের মহিমা প্রচারের জন্য দিন-রাত্রি সেবা করছেন না, তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করতে বিবেকে বাধা উচিত। পক্ষান্তরে ত্যাগী বৈষ্ণব প্রচারক সমস্ত প্রকার ধার্মিক মানুষের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন, এবং তাদের পরিবারকে আশীর্বাদ করতে তাদের দ্বারা নিবেদিত মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে পারেন। তদ্রূপ, তিনি সময় সময় নাস্তিক আর নির্বিশেষবাদীদের পরাস্ত করতে শক্তি লাভ করার জন্য উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করেন। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, ভগবানের ভক্ত না হলে কেউ যথেষ্ট যোগ্য ব্রাহ্মণ হতে পারেন না। আর ভক্তদের মধ্যে, যারা কৃষ্ণভাবনা প্রচার করছেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ, সে কথা *ভগবদ্গীতার* অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান নিজেই বলেছেন।

শ্লোক ৪৩

শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা পরিতুষ্টচিত্তো
ধর্মং মহান্তং বিরজং জুষাণঃ ।

ময্যর্পিতাত্মা গৃহ এব তিষ্ঠন্
নাতিপ্রসক্তঃ সমুপৈতি শান্তিম্ ॥ ৪৩ ॥

শিল-উঞ্ছ—উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ শস্য; বৃত্ত্যা—বৃত্তির দ্বারা; পরিতুষ্ট—সন্তুষ্ট; চিত্তঃ—যার চেতনা; ধর্মম্—ধর্ম; মহান্তম্—উদার এবং অতিথিপরায়ণ; বিরজম্—জড় বাসনা মুক্ত; জুষাণঃ—অনুশীলন করছেন; ময়ি—আমাতে; অর্পিত—অর্পিত; আত্মা—যার মন; গৃহে—গৃহে; এব—এমনকি; তিষ্ঠন্—থেকে; ন—না; অতি—খুব; প্রসক্তঃ—আসক্ত; সমুপৈতি—লাভ করে; শান্তিম্—মুক্তি।

অনুবাদ

কৃষিক্ষেত্রে বা বাজারে পরিত্যক্ত শস্য দানা সংগ্রহ করে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মানসিক ভাবে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ব্যক্তিগত বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে, উদার ধর্মনীতি অনুশীলন করে আমাতে তার চেতনা নিবিষ্ট রাখা উচিত। এইভাবে গৃহস্থ রূপে ব্রাহ্মণ অত্যাধিক আসক্ত না হলে গৃহে থেকে সে মুক্তি লাভ করে।

তাৎপর্য

মহান্তম্ বলতে বোঝায় উদার ধর্মনীতি, যেমন যারা নিমন্ত্রিত নন এবং অপ্রত্যাশিত সেই সমস্ত অতিথিকেও খুব যত্ন সহকারে আপ্যায়ন করা। গৃহস্থদেরকে সর্বদা অন্যদের প্রতি দাতব্য এবং উদার থাকা উচিত। তাঁরা সচেতনভাবে পরিবার জীবনের প্রতি অনর্থক মমতা এবং আসক্তিশূন্য থাকবেন। অতীতে, অত্যন্ত বৈরাগ্য সম্পন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণরা বাজারের মাটিতে পড়ে থাকা বা শস্য কাটার পর ক্ষেতে পড়ে থাকা শস্যদানা সংগ্রহ করতেন। এখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে *ময্যর্পিতাত্মা*, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট মন। জাগতিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে, যে কেউ প্রতিনিয়ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করে মুক্তাত্মা হতে পারেন। সে কথা *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/২/১৮৭) বলা হয়েছে—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপি অবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত তাঁর দেহ, মন, বুদ্ধি এবং বাক্যকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করেছেন, তিনি এই জড় জগতে থেকেও এবং তথাকথিত বিভিন্ন জড় কার্যে যুক্ত থাকলেও মুক্ত।"

শ্লোক ৪৪

সমুদ্ধরন্তি যে বিপ্রং সীদন্তং মৎপরায়ণম্ ।
তানুদ্ধরিষ্যে নচিরাদাপদ্ভ্যো নৌরিবার্ণবাৎ ॥ ৪৪ ॥

সমুদ্ধরন্তি—উদ্ধার করা; যে—যারা; বিপ্রম্—ব্রাহ্মণ বা ভক্ত; সীদন্তম্—কষ্ট পাচ্ছে (দারিদ্র হেতু); মৎ-পরায়ণম্—আমার নিকট শরণাগত; তান্—যারা উদ্ধার করেছে; উদ্ধরিষ্যে—আমি উদ্ধার করব; ন চিরাৎ—অচিরেই; আপদ্ভ্যঃ—সমস্ত ক্লেশ থেকে; নৌঃ—নৌকা; ইব—মতো; অর্ণবাৎ—সমুদ্র থেকে।

অনুবাদ

জাহাজ যেমন সমুদ্রে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, তেমনই দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থা থেকে কোনও ব্রাহ্মণ বা ভক্তকে যারা উদ্ধার করে, তাদেরকে আমি সমস্ত বিপর্যয় থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।

তাৎপর্য

কীভাবে ব্রাহ্মণ এবং ভক্তরা জীবনের পূর্ণতা লাভ করে, সে সম্বন্ধে ভগবান বর্ণনা করেছেন। এখন বর্ণনা করছেন, যাঁরা তাঁদের জাগতিক সম্পদ দিয়ে দারিদ্র্যগ্রস্ত ব্রাহ্মণ বা ভক্তদের উদ্ধার করেন, তাঁরাও অনুরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। যদিও কেউ তার জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বজায় রাখতে ভগবৎ সেবার অবহেলা করতে পারেন, তা সত্ত্বেও নিজের কষ্টার্জিত অর্থ ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করে সে ব্যক্তি তাঁর সেই পরিস্থিতির সংশোধন করতে পারেন। সাধু ব্যক্তিদের কঠোর তপস্যার পথ অবলম্বন করা দেখে, পুণ্যবান ব্যক্তিদের উচিত সাধুদের সুখবিধানের ব্যবস্থা করা। ঠিক যেমন একটি নৌকা সমুদ্রে পতিত হতাশ ব্যক্তিকে রক্ষা করে, তেমনই যারা অসহায়ভাবে জড় আসক্তির সমুদ্রে পতিত হয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং ভক্তদের প্রতি দানশীল, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের ভগবান উদ্ধার করেন।

শ্লোক ৪৫

সর্বাঃ সমুদ্ধরেদ্ রাজা পিতেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ ।
আত্মানমাত্মনা ধীরো যথা গজপতির্গজান্ ॥ ৪৫ ॥

সর্বাঃ—সকল; সমুদ্ধরেৎ—নিশ্চয় উদ্ধার করবেন; রাজা—রাজা; পিতা—পিতা; ইব—মতো; ব্যসনাৎ—সংকট থেকে; প্রজাঃ—প্রজা; আত্মানম্—নিজেকে; আত্মনা—নিজের দ্বারা; ধীরঃ—নির্ভয়; যথা—যেমন; গজপতিঃ—পুরুষ হাতি; গজান্—অন্য হাতিদের।

অনুবাদ

প্রধান পুরুষ হাতি যেমন দলের আর সমস্ত হাতিদের রক্ষা করে, এবং নিজেকেও বাঁচায়, তেমনই, নির্ভয় রাজা, পিতার মতো, বিপদ থেকে সমস্ত প্রজাদেরকে রক্ষা করবে এবং নিজেকেও সুরক্ষিত রাখবে।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা সমাপ্ত করার পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন রাজাদের চরিত্র এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন। সমস্ত প্রজাদের বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখা রাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

শ্লোক ৪৬

এবংবিধো নরপতির্বিমানেনার্কবর্চসা ।
বিধূয়েহাশুভং কৃৎস্নমিন্দ্রেণ সহ মোদতে ॥ ৪৬ ॥

এবং-বিধঃ—এইভাবে (নিজেকে এবং প্রজাদের রক্ষা করা); নরপতিঃ—রাজা; বিমানেন—বিমানে করে; অর্ক-বর্চসা—সূর্যের মতো উজ্জ্বল; বিধূয়—দূর করে; ইহ—পৃথিবীতে; অশুভম্—পাপ; কৃৎস্নম্—সমস্ত; ইন্দ্রেণ—ইন্দ্রদেব; সহ—সঙ্গে; মোদতে—আনন্দ করে।

অনুবাদ

এইভাবে যে রাজা প্রজাগণকে এবং নিজেকে তার রাজ্য থেকে সমস্ত পাপ দূরীভূত করে সুরক্ষিত রাখে, সে অবশ্যই সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রদেবের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে।

শ্লোক ৪৭

সীদন্ বিপ্রো বণিগ্‌বৃত্ত্যা পণ্যৈরেবাপদং তরেৎ ।
খড়্গেন বাপদাক্রান্তো ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥ ৪৭ ॥

সীদন্—ক্লিষ্ট; বিপ্রঃ—ব্রাহ্মণ; বণিক্—বণিকের; বৃত্ত্যা—বৃত্তির দ্বারা; পণ্যৈঃ—ব্যবসা করে; এব—বস্তুত; আপদম্—বিপদ; তরেৎ—উত্তীর্ণ হওয়া উচিত; খড়্গেন—তলোয়ারের দ্বারা; বা—বা; আপদা—ক্লেশের দ্বারা; আক্রান্তঃ—আক্রান্ত; ন—না; শ্ব—কুকুরের; বৃত্ত্যা—পেশার দ্বারা; কথঞ্চন—যে কোন উপায়ে।

অনুবাদ

যদি কোনও ব্রাহ্মণ তার স্বাভাবিক কর্তব্য সম্পাদন করে জীবিকা নির্বাহ করতে না পারে, এবং কষ্ট পায়, তবে সে ব্যবসা করে, জড় বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করে এই দুরবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে। ব্যবসায়ী হয়েও যদি সে প্রচণ্ড দারিদ্র্যে ভুগতে থাকে, তবে সে তলোয়ার ধারণ করে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সে কোনও অবস্থাতেই একজন সাধারণ প্রভু গ্রহণ করে, কুকুরের মতো হতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্ব-বৃত্ত্যা বা "কুকুরের বৃত্তি", বলতে শূদ্রকে বোঝায়, যে একজন প্রভু না পেলে বাঁচতে পারে না। দুর্দশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ, যিনি নিদারুণ কষ্টে রয়েছেন, তিনি ব্যবসায়ী হতে পারেন, তা না হলে ক্ষত্রিয়, কিন্তু কখনও তার শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করে কোনও কোম্পানীতে চাকরি করা বা মালিক গ্রহণ করা উচিত নয়। যদিও ক্ষত্রিয়দের বৈশ্য অপেক্ষা উন্নত মনে করা হয়, ভগবান এখানে দুর্দশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে প্রথমত বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করতে বলেছেন, কেননা তা হিংসা বৃত্তি নয়।

শ্লোক ৪৮

বৈশ্যবৃত্ত্যা তু রাজন্যো জীবেন্মৃগয়য়াপদি ।
চরেদ্ বা বিপ্ররূপেণ ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥ ৪৮ ॥

বৈশ্য—ব্যবসায়ী শ্রেণীর; বৃত্ত্যা—বৃত্তির দ্বারা; তু—বস্তুত; রাজন্যঃ—রাজা; জীবেৎ—নিজেকে পালন করবেন; মৃগয়য়া—শিকার করে; আপদি—জরুরী অবস্থায় বা বিপর্যয়ে; চরেৎ—আচরণ করবেন; বা—বা; বিপ্র-রূপেণ—ব্রাহ্মণ রূপে; ন—কখনও না; শ্ব—কুকুরের; বৃত্ত্যা—পেশার দ্বারা; কথঞ্চন—কোনও অবস্থাতে।

অনুবাদ

রাজা বা রাজ-পরিবারের লোক, তার সাধারণ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে সমর্থ না হলে, বৈশ্য হতে পারে, শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, অথবা ব্রাহ্মণের মতো অন্যদের বৈদিক শিক্ষা প্রদান করতে পারে। কিন্তু সে যেন কোনও অবস্থাতেই শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন না করে।

শ্লোক ৪৯

শূদ্রবৃত্তিং ভজেদ্ বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াম্ ।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তো ন গর্হ্যেণ বৃত্তিং লিপ্সেত কর্মণা ॥ ৪৯ ॥

শূদ্র—শূদ্রের; বৃত্তিম্—বৃত্তি; ভজেৎ—গ্রহণ করতে পারে; বৈশ্যঃ—বৈশ্য; শূদ্রঃ—শূদ্র; কারু—শিল্পির; কট—ঘাসের তৈরি ঝুড়ি বা মাদুর; ক্রিয়াম্—তৈরি করে; কৃচ্ছ্রাৎ—কঠিন অবস্থা থেকে; মুক্তঃ—মুক্ত; ন—না; গর্হ্যেণ—নিকৃষ্ট কিছুর দ্বারা; বৃত্তিম্—জীবিকা; লিপ্সেত—বাসনা করা উচিত; কর্মণা—কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

যে বৈশ্য, অর্থাৎ ব্যবসায়ী, নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না, সে শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে, আর যে শূদ্র মালিক পায় না, সে ঝুড়ি বানানো

বা মাদুর তৈরির মতো কোনও সাধারণ কার্য করতে পারে। তবে, যে সমস্ত মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে নিকৃষ্ট একটি বিকল্প পেশা গ্রহণ করে, তাদের উচিত বিপর্যয় অতিক্রান্ত হলেই তা ত্যাগ করা।

শ্লোক ৫০

বেদাধ্যায়স্বধাস্বাহাবল্যন্নাদ্যৈর্যথোদয়ম্ ।
দেবর্ষিপিতৃভূতানি মদ্রূপাণ্যন্বহং যজেৎ ॥ ৫০ ॥

বেদ-অধ্যায়—বৈদিক জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা; স্বধা—স্বধা মন্ত্র অর্পণ করে; স্বাহা—স্বাহা মন্ত্র অর্পণ করে; বলি—নামমাত্র খাদ্যবস্তু অর্পণ করে; অন্ন-আদ্যৈঃ—শস্য দানা, জল ইত্যাদি অর্পণের দ্বারা; যথা—অনুসারে; উদয়ম্—নিজের উন্নতি; দেব—দেবতাগণ; ঋষি—ঋষি; পিতৃ—পিতৃপুরুষগণ; ভূতানি—আর সমস্ত জীবেরা; মৎ-রূপাণি—আমার শক্তির প্রকাশ; অনু-অহম্—প্রতিদিন; যজেৎ—উপাসনা করা উচিত।

অনুবাদ

গৃহস্থ জীবনে মানুষের উচিত প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করে ঋষিদের, স্বধা মন্ত্র অর্পণ করে পিতৃপুরুষদের, স্বাহা মন্ত্র অর্পণ করে দেবতাদের, নিজের আহারের কিছু অংশ অর্পণ করে সমস্ত জীবেদের, শস্য এবং জল অর্পণ করে মানুষের পূজা করা। এইভাবে দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃপুরুষগণ, জীবেরা এবং মনুষ্যগণকে আমার শক্তির প্রকাশ রূপে জেনে, তার প্রতিদিন এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত।

তাৎপর্য

ভগবান পুনরায় গৃহস্থ জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। এখানে যে পঞ্চবিধ যজ্ঞের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের বিধান প্রদান করা হয়েছে সেগুলি অবশ্যই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের জন্য নয়, বরং যাঁরা জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার প্রতিক্রিয়া দূর করতে চান তাঁদের জন্য উল্লিখিত যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন), গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থীদের দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত থাকতে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। সর্বক্ষণের জন্য নিয়োজিত ইসকনের ভক্তদের জন্য এইরূপ যজ্ঞ সম্পাদনের আর কোনও প্রয়োজন নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/৫/৪১) সে কথা বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়ং ঋণী চ রাজন্ ।

সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"সমস্ত প্রকার দায়দায়িত্ব ত্যাগ করে, যিনি মুক্তিদাতা মুকুন্দের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করে, এই পথ সর্বান্তঃকরণে অবলম্বন করেছেন, তাঁর দেবতা, ঋষি, সাধারণ জীব, আত্মীয়-স্বজন, মনুষ্য সমাজ অথবা পিতৃপুরুষদের প্রতি আর কোনও কর্তব্য বা দায়িত্ব থাকে না।"

শ্লোক ৫১

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন শুক্লেনোপার্জিতেন বা ।
ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতূন্ ॥ ৫১ ॥

যদৃচ্ছয়া—বিনা প্রচেষ্টায়; উপপন্নেন—যা লাভ হয়; শুক্লেন—সৎ পেশার দ্বারা; উপার্জিতেন—উপার্জিত; বা—বা; ধনেন—অর্থের দ্বারা; অপীড়য়ন্—অসুবিধায় না ফেলা; ভৃত্যান্—নির্ভরশীলেরা; ন্যায়েন—ন্যায্যভাবে; এব—অবশ্যই; আহরেৎ—সম্পাদন করা উচিত; ক্রতূন্—যজ্ঞ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

গৃহস্থ তার অনায়াস লব্ধ বা সদুপায়ে অর্জিত অর্থের দ্বারা পরিবার পরিজনকে ভালভাবে পালন করবে। ক্ষমতা অনুসারে, তার যজ্ঞ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা উচিত।

তাৎপর্য

নিজের ক্ষমতা অনুসারে এবং সুযোগমতো, ধর্মীয় কর্তব্যগুলি যথাসম্ভব পালন করতে হবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ৫২

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি ।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ ৫২ ॥

কুটুম্বেষু—পরিবারের; ন—না; সজ্জেত—আসক্ত হওয়া উচিত; ন—না; প্রমাদ্যেৎ—পাগল হওয়া উচিত; কুটুম্বী—অনেক পোষ্য পরিবার-পরিজন; অপি—যদিও; বিপশ্চিৎ—জ্ঞানীব্যক্তি; নশ্বরম্—ক্ষণস্থায়ী; পশ্যেৎ—দেখা উচিত; অদৃষ্টম্—স্বর্গবাসাদি ভবিষ্যৎ পুরস্কার; অপি—বস্তুত; দৃষ্ট-বৎ—উপলব্ধি হওয়ার মতো।

অনুবাদ

যে গৃহস্থ অনেক পোষ্য পরিবার পরিজনের পালন করছে, সে যেন তাদের প্রতি জাগতিক ভাবে আসক্ত হয়ে না পড়ে, আবার নিজেকে মালিক মনে করেও সে যেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলে। বুদ্ধিমান গৃহস্থ দেখবে যে, সে যে সমস্ত সুখ ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতে যা লাভ হবে, এ সমস্তই হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী।

তাৎপর্য

গৃহস্থরা প্রায়ই প্রভুর মতো আচরণ করেন, যেমন—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, সন্তানাদিকে আদেশ করছেন, ভৃত্যদের, নাতি-নাতনীদের, গৃহপালিত পশুদের পালন করছেন ইত্যাদি। *ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্বী অপি* বাক্যের দ্বারা সূচিত করে যে, যদিও তিনি পরিবার পরিজন, দাস-দাসী, বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে একজন ক্ষুদ্র প্রভুর মতো আচরণ করেন, তিনি যেন মিথ্যা অহংকারের দরুন নিজেকে প্রকৃতই মালিক মনে করে মানসিক ভারসাম্য না হারান। *বিপশ্চিৎ* শব্দে বোঝায়, সে ব্যক্তিকে ধীর এবং বুদ্ধিমান থাকতে হবে, তাঁর কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের একজন নিত্যদাস।

উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন শ্রেণীর গৃহস্থরা বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। যে কোনও আর্থিক বা সামাজিক শ্রেণীতেই তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ইহলোকে এবং পরলোকে সমস্ত জাগতিক ভোগই হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণামে অর্থহীন। দায়িত্বশীল গৃহস্থের উচিত তাঁর পরিবার এবং পোষ্যদের এমনভাবে পরিচালিত করা, যাতে তারা নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময় জীবন লাভের জন্য ভগবদ্ধাম, গোলোক বৃন্দাবনে উপনীত হয়। স্বল্প আয়ু নিয়ে কেউ যেন মিথ্যা অহংকার বশে প্রভু সেজে না বসেন, অন্যথায় তাঁকে পরিবার সহ বারবার জন্মমৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

শ্লোক ৫৩

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা ॥ ৫৩ ॥

পুত্র—সন্তানাদির; দার—স্ত্রী; আপ্ত—আত্মীয়; বন্ধূনাম্—আর বন্ধুগণ; সঙ্গমঃ—সঙ্গ, একত্রে বাস করা; পান্থ—পথিক; সঙ্গমঃ—সঙ্গ; অনুদেহম্—প্রতিবার দেহ পরিবর্তনের সঙ্গে; বিয়ন্তি—পৃথক হয়ে যায়; এতে—এই সমস্ত; স্বপ্নঃ—স্বপ্ন; নিদ্রা—নিদ্রা; অনুগঃ—সংঘটিত হয়; যথা—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

সন্তানাদি, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ লাভ হচ্ছে একটি পথিকের ক্ষণিক সঙ্গলাভের মতো। স্বপ্ন শেষ হলে যেমন স্বপ্নের সমস্ত কিছুই হারিয়ে যায়, তেমনই দেহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়।

তাৎপর্য

পান্থ সঙ্গম বলতে বোঝায় পর্যটকদের ভ্রমণ করার সময় বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোঁরা, ভ্রমণ কেন্দ্র, কোনও অনুষ্ঠান স্থলে, পানীয় জল সংগ্রহের স্থান অথবা ভ্রমণ করতে করতে অন্যদের সঙ্গে সাময়িক মিলন হওয়ার মতো। আমরা এখন অনেক আত্মীয়, বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে রয়েছি, কিন্তু এই জড় দেহ পরিবর্তন করা মাত্রই আমরা এই সমস্ত সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। এটি ঠিক জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের কাল্পনিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতোই। আমরা আমাদের স্বপ্নে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে আসক্ত হয়ে পড়ি, আর তেমনই, 'আমি' এবং 'আমার' মায়াময় ধারণায় আমরা তথাকথিত আত্মীয় ও বন্ধু, যারা আমাদের অহংকার প্রসূত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রদান করে, তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি। দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপ ক্ষণস্থায়ী অহংকারযুক্ত সঙ্গ আমাদের আত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে। তার ফলে জড়মায়ায় থেকে অনর্থক আমরা স্থায়ী ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচেষ্টা করি। যে ব্যক্তি পরিবার পরিজন সমন্বিত দেহাত্মবুদ্ধির প্রতি আসক্ত, সে 'আমি' এবং 'আমার' বা সবকিছুই আমি আর সবকিছুই আমার এইরূপ অহংকার ত্যাগ করতে পারে না।

জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ত্যাগ না করে আমরা ভক্তিযোগের দিব্য স্তরে একনিষ্ঠ হতে পারি না, তার ফলে আমরা নিত্য আনন্দের প্রকৃত স্বাদও লাভ করতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, ভগবানের শুদ্ধভক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষণস্থায়ী এবং চপল জড় সম্পর্কের জন্য আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারি না। নিজের গৃহ এবং প্রিয়জনদের ছেড়ে প্রবাসে কেউ হয়তো অন্য কোনও ভ্রমণার্থীর সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে কথাবার্তা শুরু করতে পারেন, কিন্তু এই ধরনের সম্পর্কের কোনও যথার্থ মূল্য নেই। তাই আমাদের উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের হারানো সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা। স্বরূপতঃ আমরা সমস্ত দিব্য আনন্দের উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, আর তাঁর সঙ্গে আমাদের আদি সম্পর্ক হচ্ছে স্নেহ এবং সুখে পূর্ণ। কিন্তু তাঁর থেকে স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করার বাসনার ফলে আমরা মায়া সৃষ্ট, বিভ্রান্তিকর, অনর্থক জড় সম্পর্কের জালে জড়িয়ে পড়ি।

বুদ্ধিমান মানুষের উপলব্ধি করা উচিত যে, এই লোকে অথবা অন্য কোনও জড় লোকে আত্মার জন্য যথার্থ আনন্দ বা সন্তুষ্টি নেই। সুতরাং ভ্রমণের ফলে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত পর্যটকের মতো তার উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্ত সেবক রূপে নিত্য শান্তি লাভ করার জন্য ভগবদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করা।

শ্লোক ৫৪

ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্ বসন্ ।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্মমো নিরহঙ্কৃতঃ ॥ ৫৪ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **পরিমৃশন্**—গভীরভাবে বিচার করে; **মুক্তঃ**—মুক্তাত্মা; **গৃহেষু**—গৃহে; **অতিথিবৎ**—ঠিক অতিথির মতো; **বসন্**—বাস করা; **ন**—না; **গৃহৈঃ**—পারিবারিক পরিস্থিতির দ্বারা; **অনুবধ্যেত**—বদ্ধ হওয়া উচিত; **নির্মমঃ**—আমি মালিক এইরূপ ধারণা রহিত; **নিরহঙ্কৃতঃ**—মিথ্যা অহংকারশূন্য।

অনুবাদ

প্রকৃত পরিস্থিতির সম্বন্ধে গভীরভাবে মনন করে, মুক্তাত্মার উচিত ঠিক একজন অতিথির মতো মমত্ববুদ্ধিশূন্য এবং নিরহংকার হয়ে গৃহে বাস করা। এইভাবে সে পারিবারিক ব্যাপারে বদ্ধ হয়ে বা জড়িয়ে পড়বে না।

তাৎপর্য

'মুক্ত' শব্দটির অর্থ হচ্ছে সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি থেকে মুক্ত। এই মুক্তসঙ্গ পর্যায়ে কোন ব্যক্তি আর কখনও নিজেকে জড় জগতের স্থায়ী বাসিন্দা বলে পরিচয় দেন না। এই মুক্ত পর্যায় এমনকি পরিবার জীবনে অবস্থান করেও লাভ করা যায়। তাতে প্রয়োজন, কেবলমাত্র কৃষ্ণ সংকীর্তনের কার্যক্রম গভীরভাবে গ্রহণ করা, তাতে থাকবে নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তন ও জপ করা, শ্রীবিগ্রহ অর্চন এবং কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যোগদান করা। দৃঢ়তার সঙ্গে কৃষ্ণ সংকীর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ না করে স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণ এবং তার আনুসঙ্গিক সবকিছুর লৌহশৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৫৫

কর্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্ ।
তিষ্ঠেদ্ বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ ॥ ৫৫ ॥

কর্মভিঃ—কর্মের দ্বারা; **গৃহ-মেধীয়ৈঃ**—গৃহী জীবনের উপযোগী; **ইষ্ট্বা**—উপাসনা করে; **মাম্**—আমাকে; **এব**—বস্তুত; **ভক্তিমান্**—ভক্ত; **তিষ্ঠেৎ**—গৃহে থাকতে পারে;

বনম্—বনে; বা—বা; উপবিশেৎ—প্রবেশ করতে পারে; প্রজাবান্—দায়িত্ববান সন্তানাদি; বা—বা; পরিব্রজেৎ—সন্ন্যাস নিতে পারেন।

অনুবাদ

যে গৃহস্থভক্ত তার পরিবারের দায়িত্ব পালন করে আমার আরাধনা করে সে গৃহেই থাকতে পারে, তীর্থস্থানে যেতে পারে, অথবা তার যদি দায়িত্ববান পুত্র থাকে, তাহলে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে গৃহস্থের জন্য তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি গৃহেই থাকতে পারেন, অথবা তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে পারেন, তাতে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র তীর্থস্থানে গমন করতে হয়। অথবা তাঁর যদি পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারবে এমন দায়িত্ববান পুত্র থাকে তবে তিনি সন্ন্যাস নিতে পারেন, অর্থাৎ বৈরাগ্য, যাতে জীবনের সমস্ত সমস্যার সুনিশ্চিত সমাধান হবে। তিনটি আশ্রমেই, অন্তিম সাফল্য নির্ভর করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক শরণাগতির উপর। অতএব আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় উন্নীত হওয়া।

শ্লোক ৫৬

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে ॥ ৫৬ ॥

যঃ—যে; তু—কিন্তু; আসক্ত—আসক্ত; মতিঃ—যার চেতনা; গেহে—গৃহের প্রতি; পুত্র—সন্তানাদির জন্য; বিত্ত—এবং অর্থ; এষণ—একান্ত বাসনা; আতুরঃ—উত্যক্ত; স্ত্রৈণঃ—কামুক; কৃপণ—কৃপণ; ধীঃ—যার মনোভাব; মূঢ়ঃ—মূর্খ; মম—সবকিছুই আমার; অহম্—আমিই সবকিছু; ইতি—এইভাবে চিন্তা করে; বধ্যতে—বদ্ধ হয়।

অনুবাদ

কিন্তু যে গৃহস্থের মন তার গৃহের প্রতি আসক্ত, টাকা পয়সা এবং সন্তানাদি নিয়ে উপভোগ করার জন্য উদ্‌গ্রীব, কামাসক্ত, কৃপণ মনোভাব সম্পন্ন, আর যে মূর্খের মতো চিন্তা করে, "সবই আমার আর আমিই সবকিছু", সে সুনিশ্চিতরূপে মায়ার দ্বারা বদ্ধ।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনার দ্বারা হৃদয় পরিশুদ্ধ না করে, কেউ হয়তো মনকে মায়াময় পারিবারিক আসক্তি থেকে মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন বিশ্লেষণমূলক বা মনোবিদ্যার পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন, তবুও তিনি অনিবার্যভাবে জড় আসক্তির জালে আটকে

যাবেন। কৃপণ গৃহস্থ অন্য কারো প্রতি করুণা না করে কেবলমাত্র তার নিজের পরিবার বা সমাজের চিন্তা করে অহংকারী, কামাসক্ত, সর্বদা অর্থ এবং সন্তানাদি নিয়ে ভোগে মত্ত থাকে। এইভাবে জড়বাদী গৃহস্থ অসহায়ভাবে উদ্বেগের তরঙ্গে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ৫৭

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্যা বালাত্মজাত্মজাঃ ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥ ৫৭ ॥

অহো—হায়; মে—আমার; পিতরৌ—পিতামাতা; বৃদ্ধৌ—বৃদ্ধ; ভার্যা—স্ত্রী; বালা-আত্মজা—কোলে তার শিশু সন্তান; আত্মজাঃ—আর আমার অন্য নাবালক সন্তানাদি; অনাথাঃ—যাদের রক্ষা করার কেউ নেই; মাম্—আমাকে; ঋতে—ব্যতীত; দীনাঃ—হতভাগ্য; কথম্—পৃথিবীতে কিভাবে; জীবন্তি—বাঁচতে পারবে; দুঃখিতাঃ—প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে।

অনুবাদ

আহা, আমার দরিদ্র বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশুসন্তান কোলে আমার স্ত্রী, আমার অন্যান্য নাবালক সন্তানেরা! আমি ছাড়া ওদের রক্ষা করার মতো কেউ নেই, আর ওরা অসহনীয় দুঃখ ভোগ করবে। আমাকে ছাড়া আমার হতভাগ্য আত্মীয়-স্বজন কী করে বাঁচবে?

শ্লোক ৫৮

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্ ।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ ॥ ৫৮ ॥

এবম্—এইভাবে; গৃহ—তার গৃহে; আশয়—গভীর বাসনায়; আক্ষিপ্ত—বিহ্বল; হৃদয়ঃ—তার হৃদয়; মূঢ়—মূর্খ; ধীঃ—যার দৃষ্টিকোন; অয়ম্—এই ব্যক্তি; অতৃপ্তঃ—অতৃপ্ত; তান্—তাদের (পরিবারের লোকেরা); অনুধ্যায়ন্—প্রতিনিয়ত চিন্তা করে; মৃতঃ—মারা যায়; অন্ধম্—অন্ধতা; বিশতে—প্রবেশ করে; তমঃ—অন্ধকার।

অনুবাদ

এইভাবে মূর্খ মনোভাবের ফলে যে গৃহস্থের হৃদয় পরিবারের প্রতি আসক্তিতে বিহ্বল, সে কখনও সন্তুষ্ট নয়। প্রতিনিয়ত তার পরিবারের চিন্তায় মৃত্যুবরণ করে সে অজ্ঞতার অন্ধকারে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

অন্ধং বিশতে তমঃ বলতে বোঝায়, আসক্ত গৃহস্থ তার পরজন্মে নিশ্চিতরূপে অধঃপতিত হবে, তার কারণ হচ্ছে, দেহাত্মবুদ্ধির ফলে তার অজ্ঞমনোভাব, যাকে বলে *মূঢ়ধী*। অন্যভাবে বলা যায়, নিজেকে সবকিছুরই কেন্দ্র রূপে চিন্তা করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগ করার পর সে নিকৃষ্ট জীবযোনি লাভ করে। তাই যে কোনও উপায়ে, আমাদের মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করতে হবে, আর অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণভাবনাময় বাস্তব জীবনে উপনীত হতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণাশ্রম পদ্ধতি বর্ণন' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।